ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য জর্দা ও গুল উৎপাদন

একটি অনুসন্ধান

তাবিনাজ

[তামাক বিরোধী নারী জোট]

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য
জর্দা ও গুল উৎপাদন

একটি অনুসন্ধান

প্রকাশক:
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯১৪০৮১২, ৮১২৪৫৩৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০৬৫

প্রথম সংস্করণ: ৫ এপ্রিল, ২০১৪

অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ:
রুশিয়া বেগম

মূল্য: ১২০.০০

ISBN: 978-984-467-059-4

Dhowa Bihin Tamakjat Drobbo 'Jarda O Gul' Utpadon:
Ekti Onushondhan
An Investigative Report on Production of
Smokeless Tobacco Jarda and Gul
Published by: Narigrantha Prabartana
6/8 Sir Syed Road, Mohammadpur
Dhaka-1207, Bangladesh.
Phone: 9140812, 8124533
Fax: 880-2-8113065
E-mail: narigrantha@gmail.com
websites: www.ubinig.org/www.prabartana.com

First Edition: 5 April, 2014

Price: 120.00

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে তামাক নিয়ন্ত্রণ গ্রুপকে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিশেষ করে ব্লুমবার্গ ইনিশিয়েটিভ, তাইফুর রহমান, এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া কোর্ডিনেটর (বাংলাদেশ), ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্; ইভা নাজনীন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্; ইকবাল মাসুদ, সহকারী পরিচালক, ঢাকা আহসানিয়া মিশন; রুহুল আমিন রুশদ, আহবায়ক, আত্মা (এন্টি টোবাকো মিডিয়া এ্যালাইন্স): ইবনুল সাইদ রানা, চেয়ারম্যান, নিরাপদ ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন; ডা: হাসান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন; রবিউল ইসলাম (একশন ইন ডেভেলপমেন্ট) এইড, তাবিনাজ (তামাক বিরোধী নারী জোট) সদস্য, উবিনীগ এবং নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার কর্মীবৃন্দ। এ গবেষণায় শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায় মূল্যবান মতামত ও উৎসাহ প্রদানের জন্য।

গবেষক দল

রাবেয়া বেগম, ফাহিমা খানম, হাসিনা চৌধুরী, রেবেকা পারভীন, মুসলিমা আক্তার মর্জিনা, আফরোজা আকবর, মির্জা তাহমিনা আক্তার, হুসনে আরা জলি, সাঈদা ইয়াসমীন, ফজিলাতুন্নেছা ফৌজিয়া, মাবিয়া খাতুন, মঞ্জু রাণী প্রামাণিক, শারমিন কবির বীনা, প্রভা রানী বাড়াইক, ফরিদা ইয়াসমিন, ইয়াসমিন জাহান, পারভীন হাসান, নাজমা আখতার লিপি, ফাতেমা বেগম, সালমা সুলতানা, সাইদা আখতার, মাহমুদা বেগম নার্গিস, রাশেদুজ্জামান।

পরিচালনায়

ফরিদা আখতার
সাইদা আখতার

সূচি

ভূমিকা ১
তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নারীদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাবিনাজের কাজ ৪
বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ৫
গবেষণা পদ্ধতি ৫
বিস্তারিত ফলাফল ৮
কারখানার তথ্য ১১
প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে আলোচনা ১৭
উপসংহার ১৮

ছকের সূচি

ছক ১: জর্দা ও গুলের সাধারণ ব্র্যান্ড নাম এবং উৎপাদন কেন্দ্র ৩
ছক ২: বিভাগ ও জেলাওয়ারি জর্দা ও গুলের কারখানা ও ব্র্যান্ডের সংখ্যা ৮
ছক ৩: এলাকা ভিত্তিতে জর্দার নামের ধরণ ৮
ছক ৪: কারখানার ধরণ (নাম ও ঠিকানা) ১১
ছক ৫: কারখানার প্রতিষ্ঠাকাল ১১
ছক ৬: তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও কৌটা ১২
ছক ৭: কারখানাতে শ্রমিকের ধরণ ১২
ছক ৮: জর্দা এবং গুল কারখানার প্যাকেট/কৌটার উৎপাদন (মাসিক উৎপাদন) ১৩
ছক ৯: জর্দা কারখানার মাসিক আয় (৪২ কারখানা) ১৩
ছক ১০: জর্দা কারখানার মাসিক আয়, উৎপাদনের পরিমাণের কেজি ভিত্তিতে (১৩ কারখানা) ১৪
ছক ১১: জর্দা ও গুল যাদের সরবরাহ করা হয় ১৪
ছক ১২: জর্দা ও গুল বিক্রির স্থান ১৪
ছক ১৩: মাসিক গড় বিক্রি (টাকা) ১৫

গ্রাফের সূচি

গ্রাফ ১: বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকের অনুপাতিক হার ১২
গ্রাফ ২: জর্দা গুল কারখানার উৎপাদন, প্যাকেট/ কৌটা ১৩
গ্রাফ ৩: জর্দা ও গুল সরবরাহ ১৪
গ্রাফ ৪: জর্দা ও গুল বিক্রির স্থান ১৫
গ্রাফ ৫: মাসিক গড় বিক্রি (টাকা) ১৫

ছবি

ছবি: জর্দা ও গুলের ব্র্যান্ড ২৫
ছবি: জর্দা ও গুল কারখানার উৎপাদন ২৬

সংযোজন

সংযোজন ১: তথ্য সংগ্রহের কাজে জড়িত তাবিনাজের সদস্যবৃন্দ ১৯
সংযোজন ২: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বিষয়সমূহ ১৯
সংযোজন ৩: দেশের ৭টি বিভাগের জর্দা কারখানা এবং ব্র্যান্ড ২০
সংযোজন ৪: জর্দার ব্র্যান্ড নাম ২৪

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের অন্যতম যেখানে পৃথিবীর ৯০% ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবনকারী লোক বাস করেন। এত উচ্চ সংখ্যক সেবনকারী এবং মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির প্রেক্ষিতে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে জনগণের মধ্যে ৩০% ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার ৩০% কমানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সংখ্যাগত ভাবে ১১ দেশে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন। এ সব দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং তিমুর লেসটে।(primenews.com.bd September 11, 2013)

তামাক বিরোধী নারী জোট পরিচালিত এ অনুসন্ধানমূলক গবেষণা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় এ জন্য যে নারীরাই ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের প্রধান ব্যবহারকারী। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার নেতৃত্বে ২২টি তাবিনাজ সদস্য সংগঠন ৭টি বিভাগের ৩৮টি জেলায় সরাসরি এ গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রধান দুইটি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য যেমন জর্দা ও গুলের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নীতিগত বিষয় ও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কার্যকর গবেষণা হিসাবে এ কাজটি পরিচালিত হয়। বাস্তবপক্ষে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ গবেষণা প্রধানতঃ আর্থিক ও শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। সেবনকারীদের বিষয় সীমিত সংখ্যক পরিবারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সে যাই হোক এ ধরণের গবেষণা এদেশে এ বিষয় প্রথম উদ্যোগ।

১.১ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবনকারী

বৈশ্যিক তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বব্যাপী ২৫টিরও অধিক ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার হয়। যার মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক ভিত্তিক উৎপাদিত এবং স্থানীয় বা পারিবারিকভাবে উৎপাদিত পণ্য, যা অনুনাসিক বা মুখে সেবন করা হয়। কিছু কিছু পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য যা অন্য উদ্ভিদজাত দ্রব্য মিশ্রন করা হয় যা ব্যবহারকারীর জন্য বাড়তি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে (Tobacco ATLAS)। কোন কোন দেশে যেমন ফিনল্যান্ড ও মিসরে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিকহারে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন। কারণ ধারণা করা হয় এটা পুরুষালি বিষয়। পক্ষান্তরে অন্য দেশ, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অধিকহারে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন (Tobacco ATLAS)।

এক কোটি ৩০ লক্ষের অধিক মহিলারা বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন যা অনেক রোগের কারণ বিশেষ করে মুখের ক্যান্সার। এ সংখ্যা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবনকারী পুরুষদের চেয়ে বেশী। বাংলাদেশে ৭০০,০০০-৭৫০,০০০ মহিলা ধূমপান করেন (দি ডেইলী সান, ১ জানুয়ারী, ২০১১)। বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কম শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত গরীব জনগোষ্টির মধ্যে ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের প্রবণতা বেশী (primenews.com.bd September 2013)।

অদ্যাবধি সাধারণভাবে ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে উদ্বেগ ও প্রচারাভিজান চলছে। আইটিসি এর ২০১০ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় তামাক জাত দ্রব্যের ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ভাবে গত পাঁচ বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ৪১.১ মিলিয়ন মানুষ তামাক সেবন করেন। বাংলাদেশে প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার ৪৩.৩% তামাক সেবন করেন (Fact sheet Bangladesh 2009, Global Adult Tobacco Survey)। প্রাপ্ত তথ্যের লিঙ্গ বিভাজনে দেখা যায় যে ৪৪.৭% পুরুষ এবং ১.৫% মহিলা ধোঁয়াযুক্ত তামাক সেবন করেন, অন্য দিকে ২৫.৯% মিলিয়ন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭.২% ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন। এদের মধ্যে পুরুষের (২৬.৪%) চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা (২৭.৯%) বেশী। ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকরীদের মধ্যে গ্রামের মহিলাদের সংখ্যা (২৯%) বেশী অর্থাৎ ১৪ মিলিয়ন।

১.২ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য

সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সাথে পরিচিত। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যেমন, চিবিয়ে খাওয়া, গন্ধ নেয়া, দাঁতের ফাঁকে, মাড়ির ফাঁকে

এবং চামড়ার সাথে লাগিয়ে রাখা। হাজার হাজার বছর থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার চলে আসছে (Tobacco Fact sheet) সময়ের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী এ সব দ্রব্যের ব্যবহার বেড়েছে। এ সব দ্রব্য না পুড়িয়ে মুখে অথবা নাকে ব্যবহার করা হয়। মুখে সেবনীয় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য মুখের মধ্যে দাঁত ও মাড়ির ফাঁকে ব্যবহার করা হয়। গুড়া পাউডার তামাক নাকে শুঁকে গন্ধ নেয়া হয়।

১.৩ ধোঁয়াবিহীন তামাকের ধরণ এবং সেবন পদ্ধতি

অনেক প্রকার ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ সব দ্রব্য ব্যবহার হয় (Tobacco Fact sheet)। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে যে সব দ্রব্য ব্যবহার হয় সে সব দ্রব্যের উদাহরণ নিম্নে -

১. গুল

ব্র্যান্ড নাম: নাই, বাংলাদেশে ব্র্যান্ড নাম আছে।
সাধারণ নাম: গাদাখু, বাংলাদেশে বলে গুল। ব্যবহারের ভৌগলিক এলাকা: মধ্য এবং পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ।
পণ্যের উপাদান: তামাকের গুড়া, ঝোলাগুড় এবং অন্যান্য উপাদান।
কিভাবে ব্যবহার হয়: প্রায়শ দাঁত মাজনের জন্য ব্যবহার করা হয়।
কারা ব্যবহার করেন: প্রধানতঃ মহিলারা ব্যবহার করেন। তবে পুরুষেরাও ব্যবহার করেন।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/তৈরীকরণ: ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে টুথপেষ্টের টিউবের মত টিউবে প্যাকেট করে বাজারজাত করা হচ্ছে।

২. খৈণী

ব্র্যান্ড নাম: রাজা কুবের।
সাধারণ নাম: নাই।
ব্যবহারের ভৌগলিক এলাকা: বিহার (ভারত) পশ্চিম এবং মধ্য ভারত, মহারাষ্ট্র (ভারত)।
বাংলাদেশ পণ্যের উপাদান: তামাক, চুন, সুপারি।
কিভাবে ব্যবহার হয়: মুখে ধারণ করে, ১০-১৫ মিনিট মুখে রাখা হয় এবং মাঝে মাঝে চুষে খাওয়া হয়।
কারা ব্যবহার করেন: সাধারণত পুরুষরা ব্যবহার করেন তবে মহিলারাও ব্যবহার করেন।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/তৈরীকরণ: তামাকের গুড়া এবং চুন ব্যবহারকারীর হাতের তালুতে বল তৈরী করে মুখে ব্যবহার করেন। কখনও কখনও সুপারির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ব্যবহার-কারীরা নিজ হাতে এ সব উৎপাদন মিশিয়ে একত্র করে ব্যবহার করেন।

৩. পান মসলা

ব্র্যান্ড নাম: মানিকচান্দা মাহক, পান পরাগ নম্বর ১, ভিমল, সাগর, রাজদরবার, কুবের, ইয়ামু, বাদশা, তুলসি, রাহাট, পান কিং, জুবলি, কাঞ্চন।
সাধারণ নাম: পান মসলা।
ব্যবহারের ভৌগলিক এলাকা: ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নিউগিনি, তাইওয়ান, চীন।
পণ্যের উপাদান: তামাক, সুপাড়ি, চুন, পান, সুগন্ধি, মেনথল, কর্পুর, চিনি, গোলাপজল, মৌরি, পুদিনা এবং অন্যান্য মসলা।
কিভাবে ব্যবহার হয়: পান মসলা মুখে নিয়ে আস্তে আস্তে চুষে সেবন করা হয়। পান মসলা রেস্তোরা, বিয়ে বাড়ীতে খাবারের পরে পরিবেশন করা হয়।
কারা ব্যবহার করেন: সাধারণত মহিলারা ব্যবহার করেন, তবে পুরুষরাও ব্যবহার করেন।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/তৈরীকরণ: ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। সুপারি পানিতে ফুটানোর পরে শুকানো হয়, শুকনা তামাক পাতার সাথে মিশিয়ে মিহি করে কাটা হয়। গোলাপজল অথবা অন্য সুগন্ধির সাথে মিশ্রন করে চুন ও খয়েরের সাথে মিশ্রন করে পান পাতার মধ্যে ঢুকিয়ে মুখে দেয়া হয়।

৪. জর্দা

ব্র্যান্ড নাম: বাবা, ভারত, গোপাল।
সাধারণ নাম: নাই।
ব্যবহারের ভৌগলিক এলাকা: ভারত, আরবদেশ, বাংলাদেশ।
পণ্যের উৎপাদন: তামাক, চুন, মসলা, উদ্ভিজ্জ, রং, সুপারি।
কিভাবে ব্যবহার হয়: পানের সাথে সেবন করা হয়।
কারা ব্যবহার করেন: মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা সেবন করেন।
প্রক্রিয়াজাতকরণ/তৈরীকরণ: তামাকপাতা গুড়া করে চুন ও মসলার সাথে মিসিয়ে পানিতে ফুটানো হয়। এ মিশ্রানের সাথে উদ্ভিজ্জ রং এবং গুড়া করা সুপারির সাথে মিশ্রন করা হয়। তারপর শুকানো হয়। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফ্যাক্ট শিট তালিকায় বাংলাদেশের নামের উল্লেখ নাই। এ সব দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারকারীরদের সর্ম্পকে তথ্য ঘাটতির কারণে এমনটি হতে পারে।

ছক ১: জর্দা ও গুলের সাধারণ ব্র্যান্ড নাম এবং উৎপাদন কেন্দ্র

সাধারণ নাম	ব্র্যান্ড নাম	উৎপাদন
জর্দা	রতন, হাকিমপুরি, বাবা, আকিজ, ইত্যাদি	কারখানা/বাড়িতে
গুল	শাহী, ঈগল গুল, মোস্তফা গুল, স্পেশাল বাঘ গুল, ইত্যাদি	কারখানা/বাড়িতে
সাদাপাতা	কোন ব্র্যান্ড নাম নাই	তামাকচাষী ও ব্যবসায়ী
আলাপাতা অথবা গুন্ডি	কোন ব্র্যান্ড নাম নাই	চালভাজা সহ সাদাপাতা এবং সুগন্ধি
খৈণী	কোন ব্র্যান্ড নাম নাই	তথ্য পাওয়া যায়নি
পান মসলা	পান পরাগ, বিলাশ পরাগ, পান মসলা	সরাসরি তামাক ব্যবহার না করে জর্দা ফ্যাক্টারীতে উৎপাদিত

১.৪ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর ফল

ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের ফলে ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য থেকে জানা যায় যে মুখের ক্যান্সারের প্রধান কারণ ধোঁয়াবিহীন তামাক। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এ রোগের প্রাদূর্ভাব সব চেয়ে বেশী। প্রতি বছর এ অঞ্চলে ৯৫,০০০ মানুষ আক্রান্ত হয়। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণার মতে মুখের ক্যান্সারে অর্ধেকই তামাক সেবনের সাথে যুক্ত। গরীবরাই মুখের ক্যান্সারে বেশী আক্রান্ত হয় কারণ এরাই ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনে বেশী অভ্যস্ত।

ধোঁয়াবিহীন তামাক ২-৪ গুণ বেশী হৃদরোগের সাথে যুক্ত। এশিয়া মহাদেশে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবনকারী মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশী মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকেন। মৃত শিশু জন্মের সাথে গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের সম্পর্ক রয়েছে এবং ২-৩ গুণ বেশী কম ওজনের বাচ্চা প্রসবের আশংকা রয়েছে (DNA, 11 September, 2013).

ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের সাথে যুক্ত আন্যান্য রোগের মধ্য রয়েছে দাঁতের ক্যান্সার, মাড়ির ক্ষত, উচ্চ রক্তচাপ, ওরাল সাবকিউটিনাস ফাইব্রোসিস (ওএসএফ) মুখ এবং খাদ্যনালির ক্যান্সার।

এসব অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবার খরচ বাড়ায়। ভারতের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায় ২০০৪ সালে খরচ হয় ২৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরোক্ষ খরচ হয় ১০৪ মিলিয়ন ডলার (primenews.com.bd September 11, 2013)। বাংলাদেশে এ ধরণের চিকিৎসা খরচের কোন হিসাব করা হয় না। তবে এটি একটি নিরব ঘাতক এবং সাধারণত গরীব মানুষেরাই এর প্রধান শিকার।

১.৫ আইন সংশোধনে ধোঁয়াবিহীন তামাক আইনের আওতায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "তামাক দ্রব্য" বলতে বুঝায় আংশিক আথবা পরিপূর্ণভাবে কাঁচামাল হিসাবে তামাক ব্যবহার করে ধূমপান, চুষে, চিবিয়ে অথবা নাকে শুকে সেবনীয় দ্রব্য।

২০০৩ সালে প্রণীত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল চুক্তিতে বাংলাদেশ ছিল প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। ২০০৪ সালে অনুস্বাক্ষরের পরে বাংলাদেশ "Smoking and Tobacco Product Uses (Control) Act 2005" আইন মোতাবেক ২০০৬ সালে নীতি প্রণীত হয়। পূর্ববতী আইনের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা ছিল এ আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য সম্পর্ক কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য যেমন-গুল, জর্দা এবং খৈণী যা অধিকাংশ মানুষ সেবন করে সে সব সম্পর্কে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। এ প্রসঙ্গে নতুন আইন "Smoking & Tobacco Products Uses (Control) (Amendment) Bill 2013". ২৯ এপ্রিল, ২০১৩ সংসদে পাশ হয়। সংশোধিত আইনে সব রকম ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য আইনের আওতায় আনা হয়েছে। সে মতে পাতা, শিকড়, ডালপালা এবং গাছের অন্যান্য অংশ মাদক দ্রব্য

হিসাবে গণ্য করা হবে। ধোঁয়াযুক্ত তামাকসহ ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন-গুল, জর্দা, খৈণী এবং সাদাপাতা ও তামাকজাত দ্রব্য হিসাবে গণ্য করা হবে। আইন সংশোধনের ফলে সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য একই আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এই অনুসন্ধানী সমীক্ষায় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ, মূল্যায়ন এবং আইনটি সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। ধোঁয়াযুক্ত এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে জন সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

এ যাবৎ পরিচালিত তামাক বিরোধী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল ধোঁয়াযুক্ত তামাক। ফলে ধোঁয়াবিহীন তামাক তেমন বিবেচনায় আসেনি। অথচ গরীব লোকদের মধ্যে বিশেষ করে গরীব মহিলারাই বেশি ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য ব্যবহার করে। স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি ক্রমেই প্রকট হচ্ছে যখন চিকিৎসকরা উল্লেখ করছেন যে, ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারী মহিলারা বেশী সংখ্যায় মুখের ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ নিয়ে আসছেন।

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নারীদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাবিনাজের কাজ

মহিলারা তামাক উৎপাদন ও সেবনের শিকার। ধোঁয়াযুক্ত তামাক সেবনের ফলে পুরুষদের স্বাস্থ্য ক্ষতির বিষয় যথেষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। তবে তামাক উৎপাদন ও সেবনের ফলে মহিলাদের স্বাস্থ্য ক্ষতির বিষয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তদুপরি, মহিলারা ধোঁয়াবিহীন তামাকের শিকার। শুধুমাত্র ধোঁয়াবিহীন তামকজাত দ্রব্য সেবনের মাধ্যমেই নয় বরং তামাক উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ সহ অন্যান্য সকল বিষয়ে মহিলারা যুক্ত থাকেন।

তামাক পাতা চাষ, জর্দা, গুল, বিড়ি প্রস্তুতকরণসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। তবে তামাক বিরোধী আন্দোলনের সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ততা না থাকার জন্য এবং তথ্যের ঘাটতির কারণে তামাকের সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি তেমন গুরুত্বের সাথে উঠে আসেনি। কৃষি জমিতে তামাক উৎপাদন ইদানিং কালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ সালে কৃষি মৌসুমে ৭৪,০০০ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয়। ছয়টি জেলায় কৃষকদের যুক্তি পরামর্শ দিয়ে তামাক চাষ সম্প্রসারণ করা হয়। তামাক উৎপাদনে নারী ও শিশুদেরকেও ব্যবহার করা হয়। বিড়ি উৎপাদন এলাকায় সস্তা শ্রমিক হিসাবে নারী ও শিশুদের ব্যবহার করা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যার ক্ষেত্রে কিছু অস্পষ্ট সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অথবা সহযোগী শ্রমিক এই সংখ্যার মধ্যে রয়েছে। প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের পরিবারের সমস্যা আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীরা। প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের কারখানা থেকে সরাসরি বেতন দেয়া হয় এবং পরোক্ষ শ্রমিকদের বেতন প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের বেতন থেকে দেয়া হয়। প্রতি প্রত্যক্ষ শ্রকিদের বিপরীতে ৩.৫ জন সহযোগী শ্রমিক রয়েছে। পরোক্ষ শ্রমিকরা একজন প্রত্যক্ষ শ্রমিকদের বেতন দৈনিক ১৪০-২০০ টাকার অংশ বিশেষ পায়। এ সমীক্ষায় দেখা যায় যে একজন পরোক্ষ শ্রমিক দৈনিক ৯-২০ টাকা পান। এরা প্রধানত নারী ও শিশু। বিনা বেতনে নিযুক্ত এসব শ্রমিকদের অবদান তামাক শিল্পে কখনও প্রতিফলিত হয় না। তাদের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির বিষয়টিও কখনও বিবেচনায় আসে না। আর এ সবের মাঝে তামাক কারখানার মালিকদের মোটা অঙ্কের লাভ অর্জন হয়। তামাক বিরোধী নারী জোট যার সংক্ষিপ্ত নাম তাবিনাজ এর জন্ম হয় ২০১০ সালে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারী সংগঠন তাবিনাজের সদস্য। উবিনীগের অঙ্গ সংগঠন নারীগ্রন্থ প্রবর্তনায় এর সচিবালয় অবস্থিত। ধূমপান বিরোধী আন্দোলন ছাড়াও তাবিনাজ ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য যেমন, জর্দা, গুল, সাদাপাতা প্রভৃতির প্রতিও মনোযোগ দিয়েছে। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাবিনাজ মনোনিবেশ করেছে এজন্য যে, এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ নারী ও শিশুরা সস্তা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন এবং তারা শোষিত হচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাবিনাজ নীতিগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে তামাকজাত দ্রব্যের তালিকায় ধোঁয়াবিহীন তামাক

যুক্ত করার ক্ষেত্রে সংসদের মহিলা সদস্যদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাবিনাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জর্দা, গুলসহ অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্কতামূলক তথ্য প্রদান এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে তাবিনাজ কাজ করছে। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য যখন আইনের আওতায় ছিল না তখন এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তাবিনাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার সমন্বয়ে ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (CTFK) এর সহায়তায় তাবিনাজের সদস্যবৃন্দ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ২০১২ এ গবেষণা পরিচালনা করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রসঙ্গে এ কাজটি করা হয়। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। বাজারে অনেক ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের নমুনা পাওয়া যায় এবং এসব পণ্যের অনেক ভোক্তাও রয়েছেন। তবে এ সব পণ্যের উৎপাদন, বিক্রি এবং বিতরণ সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এ কাজটি একটি পরিপূর্ণ গবেষণা নয় বরং একটি অনুসন্ধানী সমীক্ষা।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য:

এ সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে সংশোধিত আইনের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রি এবং ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, আন্দোলনকারীদের হাতে এ তথ্য সরবরাহ করা এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করা।

এ সমীক্ষায় সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য ছিল ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য উৎপাদনের দিকে কেন্দ্রীভূত (অর্থাৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে) এবং এ সব পণ্যের ব্যবহার পরিমাপ করা। একই সাথে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং ব্যবহারকারীদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কে প্রকাশিত তত্ত্ব উপাত্ত তেমন পাওয়া যায় না। এ বিষয় গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়ন নতুন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ কাজ। প্রাথমিক কিছু আলোচনার পরে ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের তথ্য সংগ্রহ যথেষ্ট জটিল কাজ। যেহেতু এর ব্যবহারকারী প্রধানতঃ মহিলারা, পারিবারিক পর্যায় ব্যবহার বেশী হয় এবং গোপনীয়তার মধ্যেই ব্যবহার সম্পন্ন হয়। বহুবিধ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহারিক দুইটি দ্রব্য যেমন জর্দা ও গুল সমীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়। কেউ জর্দা ও গুল সম্পর্কে কোন তথ্য গোপন করে না। কারণ এ দ্রব্য দুটি নিষিদ্ধ নয় এবং সামাজিকভাবেও গ্রহণযোগ্য। নেশা দ্রব্য বা ক্ষতিকর হিসাবে এ দুটি এখনও চিহ্নিত নয়। পানের ব্যবহার জর্দার সাথে সংযুক্ত সুতরাং এর ব্যবহার খাদ্যের সাথে সম্পৃক্ত কারণ জর্দাসহ পান সাধারণত খাবারের পরে সেবন করা হয়।

যে কোন পান দোকানে জর্দা ও গুল দেখা যায়। কোন রকম বিধি নিষেধ ছাড়াই দেখা যায়। আইনেও এ দুটিকে তামাক পণ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সিগারেট, বিড়ি এবং জর্দাসহ পান একই দোকানে বিক্রি হয় এবং এগুলোকে সাধারণভাবে "পান বিড়ি দোকান" বলা হয়। এ পণ্য দুটি যে কারখানায় উৎপাদিত হয় সে সম্পর্কে তথ্য প্যাকেটের গায়ে লাগানো লেবেল থেকে জানা যায়। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জর্দা ও গুলের তথ্য সবচেয়ে লাভ মনে হয়। তাবিনাজ সদস্যবৃন্দ দেশব্যাপী জর্দা ও গুল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারখানাগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। তবে কারখানার অবস্থান খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়:

১. মাঠ পর্যায় সমীক্ষর জন্য তাবিনাজের সদস্য নির্বাচন:

তাবিনাজের সচিবালয় হিসাবে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা সাতটি বিভাগের ৩৮ টি জেলা থেকে তাবিনাজের সদস্যদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় তথ্য সংগ্রহ সমন্বয় করে। বাইশটি সদস্য সংগঠন জর্দা ও গুল কারখানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জর্দা কারখানার তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে জর্দা ও গুল উভয় কারখানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য বেছে নেয়া জেলাগুলির মধ্যে ছিল:

নরসিংদী, গাজীপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, যশোর,

লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা, বগুড়া, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টাংগাইল, মৌলভীবাজার, ফেনী, রাজশাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নওগাঁ, গাইবান্ধা, পাবনা, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, খাগড়াছড়ি, রংপুর, নীলফামারী, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং ঢাকা।

২. মাঠ পর্যায়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণ:

ক. ২৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখ উবিনীগ ২২/১৩, খিলজী রোড, শ্যামলীতে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য (জর্দা, গুল, সাদাপাতা, খৈণী)-র উপর বাংলাদেশের ৩৬টি জেলার তাবিনাজ সদস্যদের মাধ্যমে গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এই গবেষণার পদ্ধতি কি হবে, কত দিনে করা হবে, কারা করবে তার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্য কর্মশালাটি করা হয়। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার আগে নিজ নিজ জেলায় জর্দা, গুল ব্র্যান্ডের তালিকা, ব্যবহারের ধরণ, পানের সাথে খায় এমন জর্দা, কোন ধরণের দোকানে পাওয়া যায়, নেশা আকারে এবং লাইফ ষ্টাইল আকারে যারা খাচ্ছে, কোন রকমের সমস্যা পাওয়া যায় কি না এ ধরণের কিছু তথ্য এবং ব্র্যান্ড সংগ্রহ করে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন তাবিনাজ সদস্যগণ। কর্মশালার প্রস্তুতিমূলক ১০টি জেলার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

খ. ১৮ জুন, ২০১৩ তারিখ উবিনীগ ২২/১৩, খিলজী রোড, শ্যামলীতে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণাটিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য (জর্দা, গুল) তৈরীর কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে একটি দলীয় আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) কিভাবে করা হবে, কয়টি জেলাতে করা হবে, কত দিনের মধ্যে করবে এবং প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে এই কর্মশালাটি করা হয়। উল্লেখ্য যে কর্মশালার প্রস্তুতির জন্য দলীয় আলোচনার মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন তাবিনাজ সদস্যগণ। যেমন, কর্মশালার প্রস্তুতির সাধারণ আলোচনা করেন, জয়পুরহাট, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, ফরিদপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, ফেনী, পটুয়াখালী, লক্ষীপুর, রংপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদস্যবৃন্দ। কর্মশালার পরে ৮টি জেলাতে কারখানার শ্রমিকদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) করা হয়।

৩. গবেষণার প্রশ্নপত্র/ফরমেট তৈরী:

ক. কারখানার প্রশ্নপত্র: কারখানার প্রশ্নপত্র তৈরীর আগে জর্দা ও গুলের কৌটায় কি কি ধরণের তথ্য থাকে সেগুলো খেয়াল করা হয়। সেখান থেকে কারখানার ঠিকানা, উপাদান, পরিমাণ, মূল্য এবং কারখানার কি ধরণের তথ্য আমাদের জানা দরকার সে সব জিনিস লক্ষ্য করে একটি 'নমুনা প্রশ্নপত্র' তৈরী করা হয়। সেই নমুনা প্রশ্নপত্রটি ৩-৪ বার চেক করে খুব সহজ এবং খোলামেলা ভাবে তথ্য নেবার মতো করে তৈরী করা হয়। সেটি চূড়ান্ত হবার পর প্রশ্নপত্রটি/ফরমেট ১০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে জেলা পর্যায়ের তাবিনাজ সদস্যদের মাঝে ই-মেইলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একটি কারখানার জন্য একটি প্রশ্নপত্র/ফরমেট পূরণ করা হয়। কোথাও যদি কারখানা না থাকে এবং ঘরোয়া ভাবে তৈরী হয়ে থাকে সেগুলোও পূরণ করা হয়। যতগুলো জর্দা এবং গুলের কারখানা আছে সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্র/ ফরমেট ফটোকপি করে পূরণ করা হয়।

খ. শ্রমিক পরিবারের তথ্য: শ্রমিকের ক্ষেত্রেও যেখানে কাজ করে সেই কারখানার নাম ও ঠিকানা, কাজের বয়স, মজুরী, শারীরিক সমস্যা এবং কারখানা সংক্রান্ত তথ্যর ভিত্তিতে শ্রমিকের প্রশ্নপত্র/ ফরমেট তৈরী করা হয়।

গ. ব্যবহারকারীর তথ্য: কোন্ ধরণের ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য ব্যবহার করেন, কতদিন ধরে ব্যবহার করেন, কোন প্রকার শারীরিক অসুবিধা বোধ করেন কি না এবং নাম ঠিকানা, বয়স কেন্দ্রিক তথ্য নেবার মত করে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়।

৪. কারখানার শ্রমিকদের সাথে দলীয় আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য:

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) ৫টি বিভাগের (খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট, রংপুর) ৯টি জেলায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। মোট এফজিডির জেলা সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ৯টি জর্দা কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে এবং ২টি গুল কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে। জর্দা ও গুল কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা ১২৯ জন।

অংশগ্রণকারী জর্দা কারখানার শ্রমিক সংখ্যা ১১২ জন (নারী ৬২ জন এবং পুরুষ ৪৪ জন, শিশু ৬ জন) এবং গুল কারখানার শ্রমিক ১৭ জন (নারী ১৬ জন এবং পুরুষ ১ জন)। সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো, ১. নাইস ফাউন্ডেশন-খুলনা, ২. জননী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা-যশোর, ৩. প্রদীপ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা-ময়মনসিংহ, ৪. প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভেলপমেন্ট-সিরাজগঞ্জ, ৫. নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান-কুষ্টিয়া, ৬. ইনষ্টিটিউট ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট -মৌলভীবাজার, ৭. সৌহার্দ নারী কল্যাণ ফাউনন্ডেশন-মাদারীপুর, ৮. মাহিগঞ্জ চকবাজার মহিলা কল্যাণ সমিতি-রংপুর এবং ৯. উবিনীগ কেন্দ্র-পাবনা। কারখানার শ্রমিকদের সরাসরি দলগত আলোচনার জন্য সরাসরি

যোগাযোগ করা যায়নি। শ্রমিকদের কারখানার মালিক অথবা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের দু-এক দিন আগে যোগাযোগ করা হয়েছে। কারখানার ভিতরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা:

কারখানা থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয়েছে। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ:

১. কারখানার মালিক এবং শ্রমিকদের অসহযোগিতায় তারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। কারখানার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, গবেষকদের সামনা সামনি না হওয়ার জন্য সাময়িকভাবে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে।

২. গবেষক দলের কারখানা পরিদর্শন এড়াবার জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিকরা টেলিফোনে তথ্য প্রদান করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন।

৩. তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষক দলের সদস্যদের বহুবার কারখানায় যেতে হয়েছে।

৪. গবেষকদের সদস্যদের সাথে সাক্ষৎকার এবং পরিদর্শন এড়াবার জন্য কারখানার মালিক এবং শ্রমিকরা বহু কৌশল অবলম্বন করেছেন।

৫. কারখানার মালিক এবং শ্রমিকরা মহিলা গবেষকদের সাথে ভাল আচরণ করেনি।

৬. কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকরা তথ্য না দেয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছেন।

৭. ঢাকার কারখানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের প্রধান, সাংবাদিক এবং অন্যান্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বার বার কারখানা পরিদর্শন করে মালিকদের সাথে কথা বলে এবং শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করে এ সব বিষয়গুলি সমাধান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ:

১. ৩৮টি জেলা থেকে ২২৫ ব্র্যান্ডের জর্দা এবং ১৮ ব্র্যান্ডের গুলের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. জর্দার ব্র্যান্ড নামের তিনটি প্রবণতা দেখা যায়: ১. মালিকের নামে ব্র্যান্ড, ২. ব্র্যান্ড নামের সাথে পুরীযোগ করে নামকরণ ৩. অন্যান্য নামকরণ। পণ্যের শক্তি এবং ক্রিয়া নির্দেশ করে গুলের নামকরণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী পাখির নাম (ঈগল), রং, আলো ইত্যাদি।

৩. উৎপাদনের দুইটি ধাপ রয়েছে: প্রতি মাসে ১০ হাজারের কম প্যাকেট উৎপাদন ৬২% কারখানা এই শ্রেণীভুক্ত। প্রতি মাসে ৪০ হাজারের অধিক প্যাকেট উৎপাদন ১৬% কারখানা এই শ্রেণীভুক্ত।

৪. ৩৮% জর্দা পাইকারী এবং ৩৭% খুচরা বিক্রি করে। গুল প্রধানতঃ পাইকারী বিক্রি করা হয় (৪০%)। খুচরা বিক্রি করা হয় ৩০% এবং ১৬% এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।

৫. জর্দার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৩১% কারখানায় মাসিক আয় ১১-২৫ হাজার টাকা। ৩৭% কারখানার মাসিক আয় এক লক্ষ টাকা। ৩৩% গুল কারখানার গড় মাসিক বিক্রি ১০ হাজার টাকার কম। অন্য ৩৩% কারখানার মাসিক গড় বিক্রি ১১-২৫ হাজার টাকা। এ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি কারণ অধিকাংশ কারখানার মালিকরা অর্জিত টাকার অংক উল্লেখ না করে বরং তারা বিক্রিত প্যাকেট সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

৬. কারখানাগুলিতে ৩৪৪৩ জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। এর মধ্যে ৭৮ জন শ্রমিক (৩০ জন মহিলা ৪৮ জন পুরুষ) দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। যখন কারখানায় কাজ থাকে তখন দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের নিয়মিত বিধান পালন করা হয়। তখন একজন শ্রমিক দৈনিক ১৫০-২৫০ টাকা মজুরী পায়। কখনও কখনও সপ্তাহে ২-৩ দিন কাজ থাকে। দৈনিক মজুরীর পরিমাণ একই থাকে। একজন নিয়মিত শ্রমিক মাসে ৩০০০-৩৫০০ টাকা মজুরী পায়। একজন অনিয়মিত শ্রমিক মাসে ১৫০০-২০০০ টাকা মজুরী পায়। এই আয় একজন মানুষের সর্বনিম্ন চাহিদা পূরণেও যথেষ্ট নয়। তবে যদি পরিবারের স্বামী, স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা তামাক কারখানায় কাজ করে তাহলে তারা কোন মতে চলতে পারেন।

৭. প্রায় ২৯৪ জন শিশু শ্রমিক (১৫ বছরের নীচে বয়স) এসব কারখানায় পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ২৪৮ জন ছিল জর্দা কারখানায় এবং ৪৬ জন ছিল গুল কারখানায়।

৮. ৬৩ জন পুরুষ প্রধান এবং ২৮ জন মহিলা প্রধান পরিবারে সদস্যদের সাথে ৩০টি জেলায় দলীয় আলোচনায় দেখা যায় যে তারা পাঁচ বৎসরের অধিক সময় এসব কারখানায় যুক্ত ছিলেন। তারা মুখোশ, গামছা, দস্তানা, প্রতিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করেন। পুরুষ কর্মীরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশী যত্নবান ছিলেন। অধিকাংশ কর্মীরা দৈনিক ২০০ টাকার কম মজুরী পান।

৯. ৩৪ জেলায় ২০৫ জন ধোঁয়াবিহীন দ্রব্য ব্যবহারকারীরা যার মধ্যে ১০৫ জন মহিলা এবং ১০০ জন পুরুষ রয়েছেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

বিস্তারিত ফলাফল

ক. কারখানা সংক্রান্ত তথ্য:

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের দুটি, জর্দা ও গুল নিয়ে এই প্রতিবেদন। কারখানা পর্যায়ে যেগুলো উৎপাদন হয় সেগুলোর মধ্যে এই দুটি ধরণই বেশি পাওয়া গেছে। ব্যবহারের দিক থেকেও তা বেশি জনপ্রিয়। মোট ৩৮টি জেলা থেকে ১৪৬টি কারখানার মধ্যে জর্দা ১২৩টি এবং গুল ২৩টি কারখানার তথ্য পাওয়া গেছে। ২৪৩টি ব্র্যান্ডের মধ্যে ২২৫টি জর্দার ব্র্যান্ড, ১৮টি গুলের ব্র্যান্ডের তথ্য পাওয়া গেছে।

ছক ২: বিভাগ ও জেলাওয়ারি জর্দা ও গুলের কারখানা ও ব্র্যান্ডের সংখ্যা

বিভাগ	জর্দা উৎপাদন জেলা	কারখানার সংখ্যা	ব্র্যান্ড	গুল উৎপাদন জেলা	কারখানার সংখ্যা	ব্র্যান্ড
ঢাকা	১১	৩৫	৬৫	৩	৫	৫
রাজশাহী	৬	২০	৩৭	২	৫	৪
খুলনা	৪	২৮	৬৪	২	৯	৬
রংপুর	৫	১৮	৩২	২	১	৩
চট্টগ্রাম	৮	১৫	১৭	১	২	-
বরিশাল	৩	৬	৯	১	১	-
সিলেট	১	১	১	-	-	-
মোট	৩৮	১২৩	২২৫	১১	২৩	১৮

খ. জর্দা এবং গুলের ব্র্যান্ড নাম:

জর্দা ও গুল বেশী পরিচিত তাদের ব্র্যান্ড নামে। জর্দা ব্র্যান্ড নামের তিনটি বিশেষ ধারা আছে: ১. মালিকের নামে নাম, ২. নামের শেষে "পুরী" যোগ করা এবং ৩. অন্যান্য নাম। গুলের ক্ষেত্রে কিছু নাম রয়েছে যা দ্রব্যের শক্তি এবং ক্রিয়া নির্দেশ করে। এর মধ্যে রয়েছে পাখির নাম, রং এবং আলো ইত্যাদি।

ছক ৩: এলাকা ভিত্তিতে জর্দার নামের ধরণ

বিভাগ	জেলা	ব্র্যান্ডের সংখ্যা
ঢাকা	১১	৬৫ ব্র্যান্ড ১. হাকিমপুরী, ২. ভিজাপাতা, ৩. শাহজাদী জর্দা, ৪. শুকনা জর্দা, ৫. রতন, আকিজ, ৬. বাবা জর্দা, ৭. চাঁদপুরী, ৮. বাদশা, ৯. হাকিমপুরী টাইপ জর্দা, ১০. ভেজাপাতা, ১১. পাগলা শুকনা জর্দা, ১২. পাতি জর্দা, ১৩. শুকনা ও ভেজা জর্দা, ১৪. শরীয়তপুরী জর্দা, ১৫. তৃপ্তি জর্দা, ১৬. মিষ্টি জর্দা, ১৭. নোমানা পাতা জর্দা, ১৮. নোমান জর্দা, ১৯. মোমিন শোভা জর্দা, ২০. জাকির জর্দা, ২১. সেলিম জর্দা, ২২. ময়নামতি, ২৩. স্পেশাল মতি জর্দা, ২৪. রত্না জর্দা, ২৫. লুস জর্দা, ২৬. হাসান পাতি জর্দা, ২৭. রোমান পাতি জর্দা, ২৮. সজ মসলা, ২৯. ভোজন বিলাস, ৩০. মিকচার, ৩১. লালপাতি, ৩২. সর্দার জর্দা, ৩৩. ওয়াজ করণী জর্দা, ৩৪. কহিনুর জর্দা, ৩৫. পান পরাগ, ৩৬. দিল মোহিনী দিলীপ জর্দা, ৩৭. ইভা জর্দা, ৩৮. গুরুদেব জর্দা, ৩৯. লালপাতি, ৪০. সুরভী, ৪১. মিকচার, ৪২. কিমা, ৪৩. কিশোরী, ৪৪. লাল বাবা, ৪৫. স্পেশাল আনন্দ মিকচার জর্দা, ৪৬. কালা বাবা, ৪৭. চমন বাহার, ৪৮. দুলাল, ৪৯. দিলীপ, ৫০. কড়া মিকচার, ৫১. হিরো তাম্বুল কেশরী, ৫২. সূচীমনি পাতি জর্দা, ৫৩. কালপাতি, ৫৪. আমিন শাহী মিকচার জর্দা, ৫৫. সূচীমনি, ৫৬. আমিন তীর পাতি জর্দা, ৫৭. স্বপন জর্দা. ৫৮. আকিজ জর্দা, ৫৯. মনিপুরী জর্দা, ৬০. আকিজ জর্দা স্পেশাল পাতি, ৬১. রতন পাতি জর্দা, ৬২. বাবা জর্দা, ৬৩. হাকিমপুরী, ৬৪. সুরভী, ৬৫. ভিজাপাতি,

বিভাগ	জেলা	ব্র্যান্ডের সংখ্যা
রাজশাহী	৬	৩৭ ব্র্যান্ড ১. ভিজাপাতা, ২. সুরভী, ৩. আমিনপুরী, ৪. আমিনপুরী জর্দা, ৫. হাবিব জর্দা, ৬. হ্যাপিপুরী জর্দা, ৭. শান্তাপুরী জর্দা, ৮. শান্তপুরী জর্দা, ৯. হাসানপুরী, ১০. ভিজাপাতি, ১১. চমন বাহার, ১২. সালমা পাতি জর্দা, ১৩. আজিজ জর্দা, ১৪. ধীরেন জর্দা, ১৫. ব্যানারনি সুরভী, ১৬. রকিব পাতি, ১৭.হাসীরপুরী জর্দা, ১৮. আমিনপুর জর্দা, ১৯. রনিজর্দা, ২০. নেপাল জর্দা, ২১. পলাশপুরী জর্দা, ২২. হাসেমপুরী জর্দা; ২৩. জলিলপুরী জর্দা; ২৪. জামিরপুরী; ২৫. কামালপুরী, ২৬. আল আমিনপুরী জর্দা; ২৭. কানপাতি; ২৮. নাসিমপুরী, ২৯. মোহনপুরী; ৩০. বুলবুলপুরী, ৩১. সাথী শোভা জর্দা, ৩২. হাকীমপুরী, ৩৩. কালাপাতি জর্দা, ৩৪. পান বাহার জর্দা, ৩৫. কামিনী জর্দা, ৩৬. আলোড়ন জর্দা, ৩৭. রতন পাতি জর্দা।
খুলনা	৪	৬৪ ব্র্যান্ড ১.শোভা জর্দা, ২. নবাব পান পরাগ, ৩. লালবাবা, ৪. রুবি জর্দা, ৫. সুরভী জর্দা, ৬. ডায়মন্ড পাতি, ৭. আমিন শোভা, ৮. আমিনপুরী, ৯. জাকির জর্দা, ১০. ভেজাপাতি, ১১.পান মসলা, ১২. ন্যাশনাল জর্দা, ১৩. মিজান জর্দা, ১৪. পান পরাগ, ১৫. বিলাস পান পরাগ, ১৬. নূর জর্দা, ১৭. রাজধানী জর্দা, ১৮. পান মসলা, ১৯.পান জর্দা, ২০. ভিজাপাতা, ২১. ভিজাকন্ডু, ২২. গুন্ডি, ২৩. পান মজা, ২৪. শোভা, ২৫. কুন্ডু, ২৬. সুরভী, ২৭. গুরু, ২৮. পান পরাগ, ২৯. কানপুর, ৩০. শাহী পান মজা, ৩১. কেশরী, ৩২. চমন বাহার, ৩৩. লালবাবা, ৩৪. কবীর, ৩৫. শীব দাদা, ৩৬. ইন্টারন্যাশনাল কুন্ডু জর্দা, ৩৭. আল আমিন মসলা, ৩৮. রবি পান পছন্দ, ৩৯. জাফরানী পাতি জর্দা, ৪০. শফিপুরী জর্দা, ৪১. দুলাল ভেজা পাতি জর্দা, ৪২. মজো জর্দা, ৪৩. নিশাত রতন পাতি জর্দা, ৪৪. আমিন কুন্ডু জর্দা, ৪৫. জয়ফুল রেড লীফ জর্দা, ৪৬. কবির সিলভার জর্দা, ৪৭. খানপুর জর্দা, ৪৮. লাবনী জর্দা, ৪৯. সজিব পাতি জর্দা, ৫০. শেখপুরী জর্দা, ৫১. বাবুল ভিজাপাতি জর্দা, ৫২. দুলারের স্পেশাল ভিজাকুন্ডু, ৫৩. সুরভী ৫৪. জর্দা, ৫৫. জয়ফুল বাওয়া জর্দা, ৫৬. মনিপুরী জর্দা, ৫৭. আমিন জর্দা, ৫৮. জয়পুরী পাতি জর্দা, ৫৯. সোহাগ শোভা জর্দা, ৬০. চমন বাহার, ৬১. কবীর সিলভার জর্দা, ৬২. দুলাল সুরভী জর্দা, ৬৩. খালিশপুরী জর্দা, ৬৪. মোজাহিদ শোভা জর্দা।
রংপুর	৫	৩২ ব্র্যান্ড ১. ৫৫৫ নং মিনার জর্দা, ২. রাসো পাতি জর্দা, ৩. হাসীমপুরী জর্দা, ৬. অপূর্ব ভিজাপাতি ৭. হাকিমপুরী, ৮. টেষ্টি পান মসলা, ৯. রাজ জর্দা, ১০. মায়াপুরী জর্দা ১১. হাকিমপুরী জর্দা (নকল করে ঢাকার ঠিকানায় বিক্রি করে), ১২ সোনালী পাতি জর্দা, ১৩. আনন্দপুরী জর্দা, ১৪. সহিদপুরী জর্দা, ১৫. হাকিমপুরী জর্দা, ১৬.সিয়াম শোভা জর্দা, ১৭. নাইম সিয়াম পাতি জর্দা, ১৮. কাপলা আমজাদ সুরভী জর্দা, ১৯. কানপুর জর্দা, ২০. এরফাদপুরীজর্দা, ২১. এরশাদপুরী জর্দা, ২২. মাহনপুরী জর্দা, ২৩.দুলালপুরী, ২৪. বুলবুলপুরী, ২৫. ভিজাপাতি, ২৬. রতন পাতি জর্দা, ২৭. লুজ পাতি জর্দা, ২৮. শোভাজর্দা, ২৯. লুজ এরশাদপুরী, ৩০. দুলাল পাতি জর্দা, ৩১. মনপুরী জর্দা, ৩২. সুমন জর্দা।
চট্টগ্রাম	৮	১৭ ব্র্যান্ড ১. শোভা জর্দা, ২. পান পরাগ, ৩. শান্তিপুরী , ৪. উমপুরী জর্দা, ৫. সাবু শোভা জর্দা, ৬. শাহজাদী, ৭. কস্তুরী জর্দা, ৮. আসিক জর্দা, ৯. নিউ শান্তিপুরী জর্দা, ১০. পাতি জর্দা, ১১. মানিক জর্দা, ১২. মিষ্টিজর্দা, ১৩. নিজামপুরী, ১৪. ইউসুফ শোভা জর্দা, ১৫. শাহী মদীনা জর্দা, ১৬. রয়েল পান পরাগ, ১৭. ফাইভ ষ্টার জর্দা।
বরিশাল	৩	৯ ব্র্যান্ড ১. ভিজাপাতি, ২. রতনপুরী, ৩. আসল সুরভী , ৪. ৯৯ জাফরানী, ৫. ৯৯ শাহী স্পেশাল, ৬. ৯৯ শাহী ভিজা পাতি, ৭. ঢাকা জর্দা, ৮. হক জর্দা, ৯. নবাবপুরী জর্দা,
সিলেট	১	১ ব্র্যান্ড ১. শুকনা জর্দা

কিছু কিছু ব্র্যান্ড আছে যা স্থানীয় ব্যবহারকারীদের চাহিদার উপর ভিতি করে তৈরী হয়েছে যদিও প্রত্যেক জেলায় এবং অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় নাম রয়েছে। ভেজাপাতি তেমন একটি নাম যা ৫ টি বিভাগে চালু রয়েছে।

তবে গুলের ব্র্যান্ড নাম প্রধানতঃ স্থানীয় নাম এবং একই নাম বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় না।

গ. কারখানার পরিবেশ:

বেশির ভাগ জায়গাতে দেখা গেছে জর্দা বা গুল তৈরী হচ্ছে ঘরোয়া ভাবে। বাড়ির ভিতর একটি রুম

ভাড়া নিয়ে অথবা নিজের বাড়িতে। কোন সাইন বোর্ড লেখা নেই। থাকলেও এমন নাম দেয়া থাকে চেনা যায় না ভিতরে আসলে কি তৈরী হয়। কারখানার ভিতরের কাজ তামাকপাতা গুড়া করা, কেমিক্যাল মিশানো, কৌটায় ভরা, লেবেল লাগানো। এসব কাজের জন্য কোন কোন কারখানায় দক্ষতার প্রয়োজন হয় আবার কোন কোন কারখানায় নিয়োগ দেবার পরে কাজ শিখিয়ে নেয়। মাসিক উৎপাদনের কথা বলে কোথাও কৌটা হিসাবে আবার কোথাও কেজি বা মণ হিসাবে। প্রতিরোধক ব্যবহার করে খুব কম তবে বেশির ভাগ কারখানাতে শ্রমিকরা কোন প্রতিরোধক ব্যবহার করে না। মাসে ৩০দিন কোন কারখানাতেই কাজ হয় না। সর্বোচ্চ ২২ দিন পযর্ন্ত কাজ হয় যেগুলো একটু বড় ধরণের কারখানা। কারখানায় কাজ করে কারও সংসার ভালভাবে চলে না। পাশাপাশি তারা যখন যে কাজ পায় তাই করে।

ঘ. শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য:

নিয়মিত কাজ হলে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা কাজ হয়। তাতে করে একজন শ্রমিকের মজুরী আসে দৈনিক ১৫০-২৫০ টাকা। আবার কখনও কখনও সপ্তাহে ২-৩ দিন কাজ হয়। তখনও মজুরী ঐ একই রকম। এসব কারখানায় একটানা কেউ দীর্ঘদিন কাজ করে না। একজন শ্রমিক যদি মনে করে যে উপরোক্ত মুজুরীতে তার চলে যাবে তাহলে সে যতদিন ইচ্ছা কাজ করতে পারে। আবার তার কাজে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বাদ দেয়া হয়। আবার নিয়মিত কাজ হলে একজন শ্রমিক মাসে ৩০০০-৩৫০০ টাকা আয় করতে পারে আর কাজ যদি নিয়মিত না হয় তাহলে একজন শ্রমিকের আয় মাসে ১৫০০-২০০০ টাকা হয়। এই আয়ে কারও সংসার ভালভাবে চলে না। তবে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানরা মিলে কাজ করলে মোটামুটিভাবে চলতে পারে। একেক শ্রমিকের একেক ধরণের সমস্যা যেমন- মাথাঘোরা, বমিবমি ভাব লাগা, ক্ষুধা না লাগা, হার্টে সমস্যা, দাঁতের মাড়ি ক্ষয়ে যাওয়া, গালের মধ্যে ঘা, খুসখুসে কাশি ইত্যাদি।

ঙ. শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত:

জর্দা, গুল কারখানাতে শিশু শ্রমিক যারা আছে তারা মজুরী পায় খুব সামান্য ৫০-৮০ টাকা। কোথাও পায় পূর্ণ বয়স্ক শ্রমিকের মুজুরীর তিন ভাগের একভাগ। শিশু শ্রমিকরা খুসখুসে কাশি, খাবারে অরুচি, দুর্বলতা, ক্ষুধা-মন্দা, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি বমি ভাব হওয়া, চর্মরোগ দেখা দেয়। সংসারে অভাবের কারণে বাবা মায়ের সাথে তারা কাজ করতে আসে।

একটি প্রত্যক্ষ প্রবণতা হচ্ছে এসব কারখানায় শিশু শ্রমিক নিয়োগের ফলে তারা স্কুলে যেতে পারে না। তারা সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করে, এমন কি শুক্রবার ছুটির দিনেও, যখন চাহিদা বেশী থাকে। দিনে তারা ৯ ঘন্টা কাজ করে (নরসিংদীতে)। ৮-১২ ঘন্টা (যশোরে) এবং পরিবার ভিত্তিক কারখানায় শিশুরা বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

ধোঁয়াবিহীন তামাক উৎপাদনের ধাপ (জর্দা ও গুল):

১০ কেজি তামাক পাতা দিয়ে জর্দা তৈরীর প্রণালী,

ধাপ-১: তামাক রৌদ্রে শুকিয়ে মচমচা হলে টুকরা টুকরা করে কাটতে হয়। পুনঃরায় পরিস্কার করার জন্য কুলায় ঝাড়তে হবে। ঝাড়ার সময় পাতা এবং ডাটির বড় বড় অংশগুলো আলাদা হবে। ডাটিগুলোকে আবার মেশিনে ভাঙ্গতে হবে।

ধাপ-২: স্বাদের জন্য ২ কেজি মতিহার তামাকের কাঠি, ২০০ গ্রাম চিটাগুড় এবং পানি মিশিয়ে ১দিন রোদে শুকাতে হবে।

ধাপ-৩: উপকরণ মেশানো: তামাক ১০ কেজি, গ্লিসারিন এক কেজি, প্যারাফিন ৫০০ গ্রাম, সেকারিন ১৫০ গ্রাম, জৈষ্ঠ্যমধু ১৫০ গ্রাম, দারুচিনি+ ত্রিফলা ১৫০ গ্রাম, বিভিন্ন সুগন্ধি ২০০ গ্রাম, মেনথল ১৫০ গ্রাম - একত্রে মিশিয়ে ড্রামে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে ২-৭দিন।

ধাপ-৪: নির্দিষ্ট সময় পর উপকরণ মেশানো জর্দাগুলো কৌটায় ভরার পর লেবেল লাগানো ও কৌটাজাত করা।

গুল তৈরীর ধাপ:

ধাপ-১: মতিহার তামাক পাতা কাটিং করে রোদে শুকানো হয় ১দিন।

ধাপ-২: শুকানো পাতা প্রথমে একটি মেশিনে তারপর আরেকটি মেশিনে গুলের উপযোগী-ভাবে মিহি করার পর ড্রামে রাখা হয়।

ধাপ-৩: কেমিক্যাল মেশানোর আগে চালুনি দিয়ে চেলে ১দিন রোদে দিতে হয় তারপর পাথরচুন, মেনথল, লাকড়ির ছাই মেশানো হয়।

ধাপ-৪: তারপর কৌটায় ভরা এবং লেবেল লাগানো হয়।

ছক ৪: কারখানার ধরণ (নাম এবং ঠিকানা)

তামাকজাত দ্রব্য	ফ্যাক্টরীর নাম ঠিকানা আছে	ফ্যাক্টরীর নাম ঠিকানা নাই	মোট
জর্দা	১১৭ (৯৮%)	৩ (২%)	১২০
গুল	২০ (৯৫%)	১ (৪%)	২১
মোট	১৩৭ (৯৮%)	৪ (২%)	১৪১

দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জর্দা এবং গুলের কারখানার নাম ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। যে কয়টি পাওয়া যায় নি তার কারণ হচ্ছে কোনটা ঘরোয়া ভাবে বাড়ির ভিতরে তৈরি করে, কোথাও বিভিন্ন ধরণের জর্দা কিনে বাড়িতে বসে নকল করে তৈরি করে কিন্তু স্বীকার করে না। কোথাও অন্য ব্র্যান্ডের খালি কৌটা সংগ্রহ করে নিজের তৈরী জর্দা ভরে বিক্রি করে। সেজন্য ঠিকানা থাকলেও কারখানার নাম উল্লেখ নাই। তবে তথ্য সংগ্রহকারীরা বলেছে যে কারখানার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে কারখানার নাম ঠিকানার কথা বলছে কিন্তু সে অনুযায়ী বেশির ভাগ কারখানার সাইন বোর্ড নাই। তবে সব কারখানার ঠিকানা দেখলেই বোঝা যায় না সেখানে কি উৎপাদন হয় কারণ নামের সাথে কেমিক্যাল ওয়ার্কস, কেমিক্যাল কোম্পানী, পারফিউমারী, কারখানা, কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি ইত্যাদি লেখা থাকে। ১২৩টি জর্দা কারখানার নাম ঠিকানার মধ্যে ১০টি জর্দার কারখানার নামের সাথে কেমিক্যাল ওয়ার্কস যুক্ত আছে। যেমন, সাবিহা কেমিক্যাল ওয়ার্কস, মেসার্স রাজ্জাক কেমিক্যাল ওয়ার্কস, মেসার্স শওকত কেমিক্যাল ওয়ার্কস, জলিল কেমিক্যাল ওয়ার্কস, মেসার্স উজ্জল কেমিক্যাল ওয়ার্কস, সরকার কেমিক্যাল ওয়ার্কস, লাবনী কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ফরমাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস, সাব্বির কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ইকবাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস। এছাড়াও আছে, আমির কেমিক্যাল কোম্পানী, শাহাআলী কেমিক্যাল কোম্পানী, রাবেয়া কারখানার, বরিশাল পারফিউমারী, আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি, সেলিম এন্ড কোম্পানী, মনিকা কেমিক্যাল, এম আমজাদ এন্ড সন্স, রহিম ভরসা কোম্পানী।

ছক ৫: কারখানার প্রতিষ্ঠাকাল

তামাকজাত দ্রব্য সময়কাল	জর্দা	গুল	মোট
১৯৭১ এরআগে	৩ (২%)	১ (৪%)	৪
১৯৭২-১৯৮০	১৩ (১১%)	৪ (১৮%)	১৭
১৯৮১-১৯৯০	১১ (১০%)	৭ (৩২%)	১৮
১৯৯১-২০০০	৩৩ (২৭%)	৫ (২৩%)	৩৮
২০০১-২০১০	৩৮ (৩২%)	২ (৯%)	৪০
২০১১-২০১৩	১৭ (১৫%)	(১৪%)	১৯
তথ্য নাই	৫	০	৫
মোট	১২০	২১	১৪১

জর্দা কারখানা বেশীর ভাগ (৭৫%) শুরু হয়েছে ১৯৯১ এর পর থেকে এবং গুলের কারখানা ১৯৮১ থেকে বেশী (৭৫%) হয়েছে।

ছক ৬: তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও কৌটা

তামাকজাত দ্রব্য	প্যাকেট হয়	কৌটা হয়	উত্তর নাই	মোট
জর্দা	৫৩ (৩৬%)	৮০(৫৫%)	১৩ (৯%)	১৪৬
গুল	৮ (৩৩%)	১৩ (৫৪%)	৩ (১২%)	২৪
মোট	৬১ (৩৫%)	৯৩ (৫৫%)	১৬ (৯%)	১৭০

জর্দা বেশীর ভাগ কৌটায় হয় (৫৫%), গুলও কৌটায় হয় (৫৪%)। কৌটা ৩ সাইজের পাওয়া যায়, ছোট, মাঝারি ও বড়। ছোট কৌটায় ১০ গ্রাম, মাঝারি কৌটায় ২৫ গ্রাম, বড় কৌটায় ৫০ গ্রাম জর্দা থাকে। দাম যথাক্রমে ১০, ২০, ৪৫ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই পরিমাণের সাথে দামের পার্থক্য আছে যেমন, ১০ গ্রাম কৌটা ৫-৬ টাকা, ৪০ গ্রাম কৌটা ১০-২২ টাকা, ৫০ গ্রাম কৌটা ১৪-৫০ টাকা। কেউ কেউ কৌটার সাইজ অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে, কেউ নিজের ইচ্ছায় মূল্য নির্ধারণ করে।

প্যাকেট ছাড়াও খোলা বা লুজ বিক্রি করে ১০ গ্রাম ৪ টাকা। এছাড়া পলি প্যাকেটেও বিক্রি হয়, ২৫ গ্রাম প্যাকেট ১০ টাকা, ৪০ গ্রাম প্যাকেট ৪০ টাকা, ২০ গ্রাম প্যাকেট ১০-২৫ টাকা। গবেষণা থেকে ৯ রকমের সাইজ পাওয়া গেছে। যেমন, ১০০, ৭৫, ৫০, ৪০, ৩০, ২৫, ২০, ১৫, ১০ গ্রাম পরিমাণ পযর্ন্ত জর্দার কৌটা আছে।

গুলের ক্ষেত্রে প্যাকেটে উল্লেখ আছে তবে ২৫টি গুলের কৌটা নিয়ে একটি প্যাকেট। উল্লেখ্য কৌটা ও প্যাকেটে খুব ছোট করে 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' লেখা থাকে।

ছক ৭: কারখানাতে শ্রমিকের ধরণ

তামাকজাত দ্রব্য	শিশু	নারী	পুরুষ
জর্দা	২৪ (১১%)	৯৮(৪৩%)	১০৫ (৪৬%)
গুল	১০ (১৯%)	২০ (৩৯%)	২১ (৪১%)
মোট	৩৪ (১২%)	১১৮ (৪২%)	১২৬ (৪৫%)

জর্দা কারখানাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিক প্রায় সমান (৪২%) ও (৪৬%) কারখানায়। তবে শিশু আছে (১২%) কারখানায়। গুল কারখানাতে নারী ও পুরুষ প্রায় সমান ৩৯% এবং ৪১% কারখানায়। তবে শিশু আছে ১৯% যা জর্দার চেয়ে বেশী।

গ্রাফ ১: বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকের অনুপাতিক হার

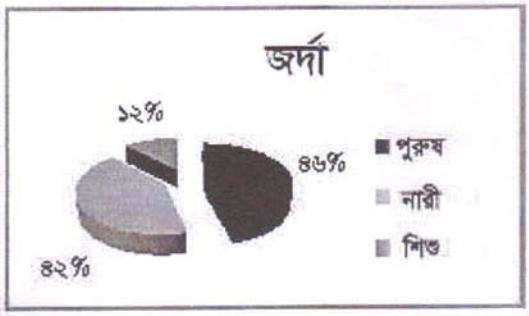

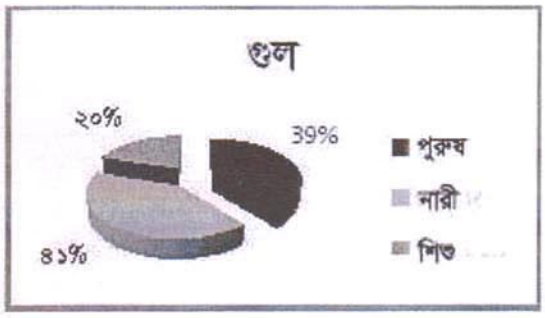

১৪১টি কারখানাতে শিশু শ্রমিক ৪৫৯০জন, নারী শ্রমিক ১৫,৫২৫ জন, পুরুষ শ্রমিক ১৬,৬০৫ জন। কারখানায় মোট শ্রমিক ৩৬,৬৯০ জন। গড়ে প্রতি কারখানায় ২৭২ জন। তবে শ্রমিকরা এক নাগারে বেশি দিন কাজ করতে পারে না। জানা গেছে ছয় মাস পর পর শ্রমিক বদল হয়। নিয়মিত ভাবে ছয় মাসও কাজ করে না। তারা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ শ্রমিকের তথ্য দেয়নি। কেউ

ছক ৮: জর্দা এবং গুল কারখানার প্যাকেট/কৌটার উৎপাদন (মাসিক উৎপাদন)

জর্দা/গুল উৎপাদন	জর্দা		গুল		মোট	
	কৌটা	প্যাকেট	কৌটা	প্যাকেট	কৌটা	প্যাকেট
-১০০০	৫(১৩%)	৬(৩৩%)	৮(৭২%)	২(১৮%)	১৩	৮
১-১০,০০০	১৩(৩৪%)	৮(৪৪%)	০	০	১৩	৮
১১-২০,০০০	৪(১০%)	২(১১%)	০	০	৪	২
২১-৩০,০০০	০	০	০	০	০	০
৩১-৪০,০০০	১(২.৬%)	০	০	০	১	০
৪০,০০০ উপরে	১৫(৩৯%)	২(১১%)	১(৯%)	০	১৬	২
মোট	৩৮(৬৮%)	১৮(৩২%)	৯(৮২%)	২(১৮%)	৪৭	২০
সর্বমোট	৫৬(১০০%)		১১(১০০%)		৬৭	

গ্রাফ ২: জর্দা গুল কারখানার উৎপাদন, প্যাকেট/ কৌটা

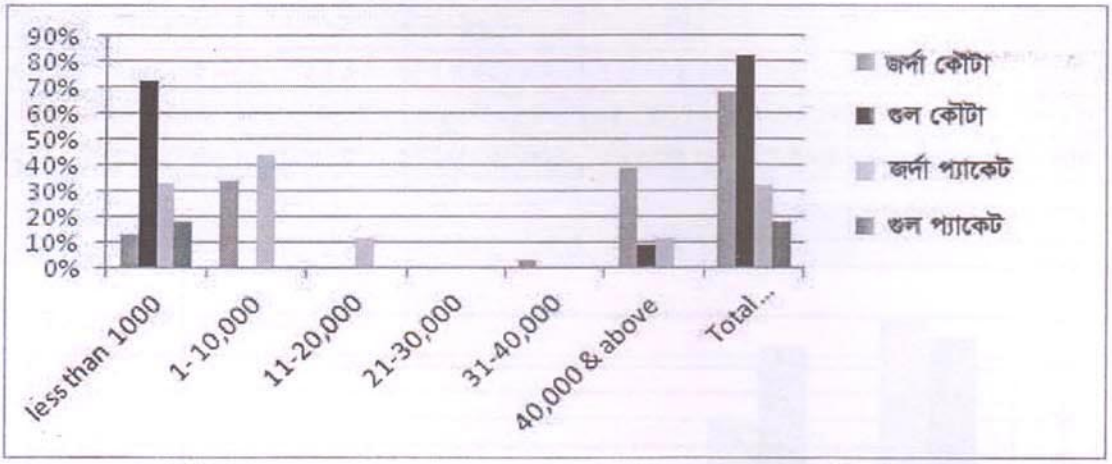

উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুইটি ধাপ রয়েছে:

১. মাসে ১০ হাজার প্যাকেট/পাত্র এর নীচে উৎপাদন করে ৬২% কারখানা এ শ্রেণীভুক্ত। ২. মাসে ৪০ হাজার প্যাকেট/পাত্র উৎপাদন করে মাত্র ১৬% উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, বরং বিক্রির অবস্থা এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে উৎপাদন করা হয়। কিছু কিছু কারখানা থেকে কেজি অথবা মনে উৎপাদনের পরিমাণ জানা গিয়েছে। বর্তমানে গুল প্যাকেটে বিক্রি হয়। যেমন-২০ গ্রামের প্যাটে ১০ টাকা, ১০ গ্রামের প্যাকেট ৫ টাকা এবং ৫ গ্রামের প্যাকেট ৩ টাকা। উৎপাদনকারীরা কৌটায় বাজারজাত করতে পছন্দ করে।

ছক ৯: জর্দা কারখানার মাসিক আয়, প্যাকেট সংখ্যার ভিত্তিতে (৪২ কারখানা)

উৎপাদন প্যাকেট ও কৌটা	<২৫,০০০	২৬,০০০-৫০,০০০	৫১,০০০-৭৫,০০০	৭৫,০০০-১০০,০০০	১০০,০০০-১৫০,০০০	১৫০,০০০-২০০,০০০	২০০,০০০+	মোট
<৫০০০	১৯	১	১	১	-	১	১	২৪
৫০০১-২৫,০০০	১	১	২	১	-	-	-	৫
২৫,০০১-৫০,০০০	-	-	২	-	-	-	-	২
৫০,০০১-৭৫,০০০	-	-	-	-	-	-	৩	৩
৭৫,০০১-১০০,০০০	-	-	১	-	২	-	৩	৬
১০০,০০০+	-	-	-	-	-	-	২	২
মোট	২০	২	৬	২	২	১	৯	৪২

ছক ১০: জর্দা কারখানার মাসিক আয়, উৎপাদনের পরিমাণের কেজি ভিত্তিতে (১৩ কারখানা)

উৎপাদন/কেজি	<২৫,০০০	২৬,০০০-৫০,০০০	৫১,০০০-৭৫,০০০	৭৬,০০০-১০০,০০০	১০০,০০০-১৫০,০০০	১৫০,০০০-২০০,০০০	২০০,০০০-৭০০,০০০	মোট
<১০০ কেজি	৪	-	-	-	-	-	১	৫
১০১-৫০০	২	-	-	-	১	১	-	৪
৫০১-১০০০	-	-	-	-	-	২	-	২
১১০০-১৫০০	-	-	-	-	-	-	২	২
মোট	৬	-	-	-	১	৩	৩	১৩

ছকে দেখা যায় যে অনেক ছোট ছোট কারখানা আছে যাদের উৎপাদন ক্ষমতা কম, এ ক্ষেত্রে বড় কারখানাগুলি প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

জর্দা এবং গুলের বাজার ব্যবস্থা

বাজার চাহিদার উপর ভিত্তি করে জর্দা ও গুল কারখানার মালিকরা উৎপাদন করেন। উৎপাদিত পণ্য পাইকারী ও খুচরা বাজারে এবং এজেন্টদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

ছক ১১: জর্দা ও গুল যাতের সরবরাহ করা হয়

তামাকজাত দ্রব্য	পাইকারী	খুচরা	এজেন্ট	অন্যান্য	তথ্য নাই	মোট
জর্দা	৭০ (৩৮%)	৬৯ (৩৭%)	২৯ (১৬%)	১২ (৭%)	৩ (১%)	১৮৩
গুল	১২ (৪০%)	৯ (৩০%)	৫ (১৬%)	১ (৩%)	৩ (১০%)	৩০
মোট	৮২ (৩৮%)	৭৮ (৩৬%)	৩৪ (১৬%)	১৩ (৬%)	৬ (৩%)	২১৩

গ্রাফ ৩: জর্দা ও গুল সরবরাহ

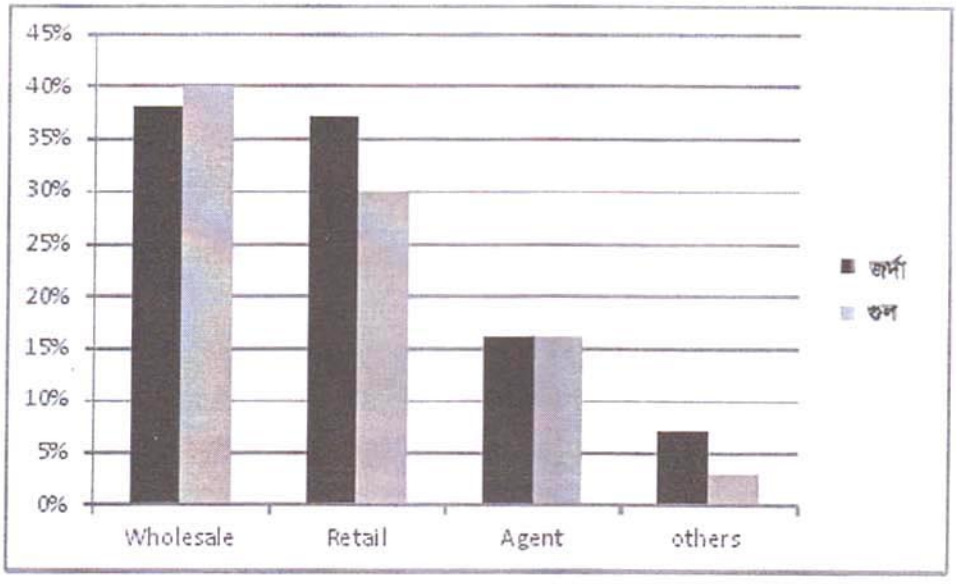

জর্দা পাইকারী বিক্রি হয় ৩৮% এবং খুচরা বিক্রি হয় ৩৭%। গুলও বেশীর ভাগ পাইকারী (৪০%) এবং এজেন্টের (কোম্পানীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করে) কাছে বিক্রি হয় প্রায় ১৬%।

ছক ১২: জর্দা ও গুল বিক্রির স্থান

তামাকজাত দ্রব্য	স্থানীয় বাজারে	জেলার বাইরে	দেশের বাইরে	তথ্য নাই	মোট
জর্দা	৯৯ (৬৪%)	৫২ (৩৪%)	১ (০.৬৬%)	২ (১%)	১৫৪
গুল	১৮ (৬৬%)	৫ (১৮%)	০	৪ (১৫%)	২৭
মোট	১১৭ (৬৪%)	৫৭ (৩১%)	১ (০.৫৬%)	৬ (৩%)	১৮১

জর্দা ও গুল স্থানীয় বাজারেই বেশী বিক্রি হয় ৬৪% এবং ৬৬%। জেলার বাইরেও জর্দা যায় ৩৪% এবং গুল ১৮%।

গ্রাফ ৪: জর্দা ও গুল বিক্রির স্থান

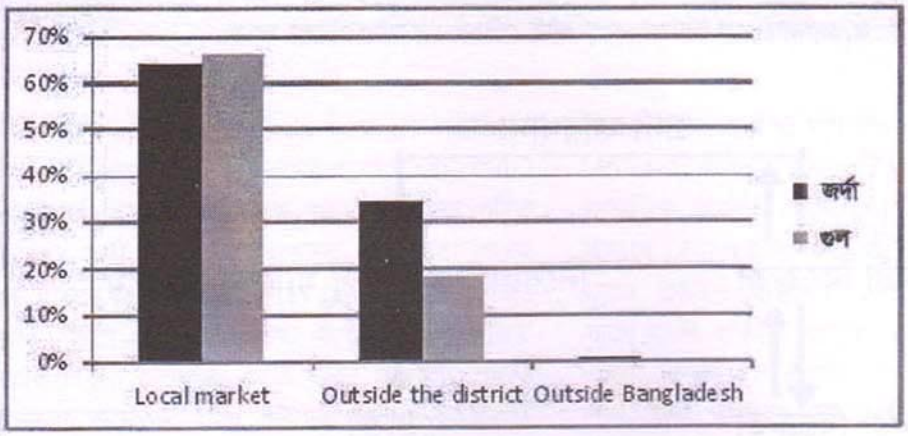

ছক ১৩: মাসিক গড় বিক্রি (টাকা)

তামাকজাত দ্রব্য	< ১০ হাজার	১১-২৫ হাজার	২৫- ৫০ হাজার	৫০-৭৫ হাজার	১ লক্ষ +	তথ্য নাই
জর্দা	৭ (১৩%)	১৭ (৩১%)	১ (২%)	৮ (১৫%)	২০ (৩৭%)	৫৭
গুল	৫ (৩৩%)	৫ (৩৩%)	১ (৬%)	০	৪ (২৬%)	১৫
মোট	১২ (১৭%)	২২ (৩২%)	২ (৩%)	৮ (১১%)	২৮ (৩৪%)	৭২

গ্রাফ ৫: মাসিক গড় বিক্রি (টাকা)

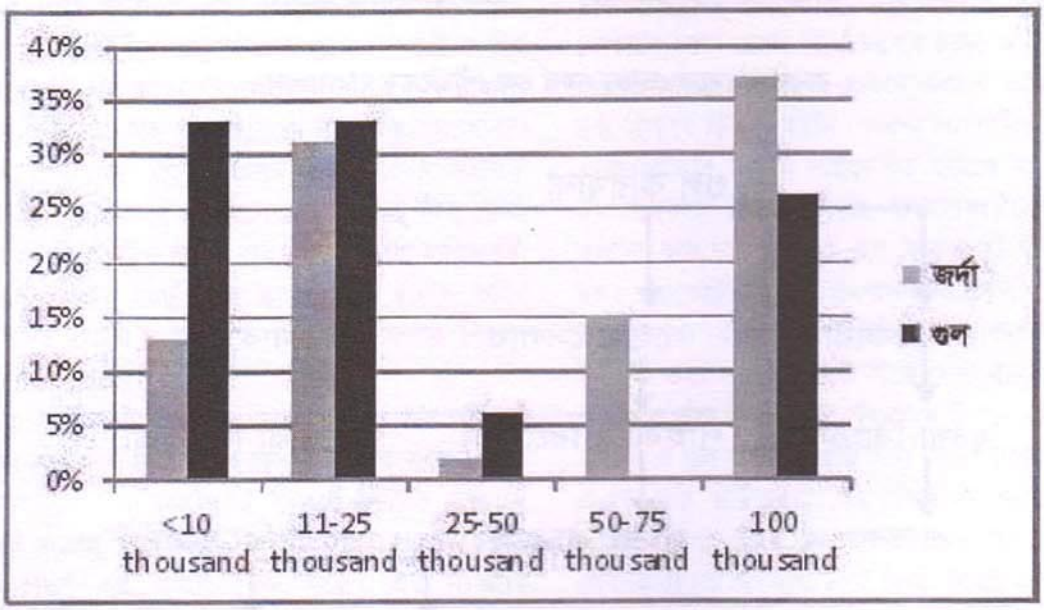

জর্দার ক্ষেত্রে দেখা যায় কারখানা প্রতি মাসিক গড় আয় ৩১% কারখানায় ১১-২৫ হাজার টাকা। ৩৭% কারখানার গড় মাসিক আয় এক লক্ষ টাকার বেশী। গুল কারখানার ক্ষেত্রে ৩৩% কারখানার মাসিক আয় ১০ হাজার টাকার কম। ৩৩ % কারখানার মাসিক আয় ১১-২৫ হাজার টাকা এ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি কারণ বেশীরভাগ কারখানা থেকে বিক্রিত প্যাকেটের সংখ্যা জানা যায়নি। তারা অবশ্য বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ জানিয়েছেন।

জর্দা, গুল বিক্রির মাধ্যম

কারখানা থেকে ভোক্তা পর্যন্ত জর্দা পৌঁছানোর মাধ্যমগুলো হচ্ছে:

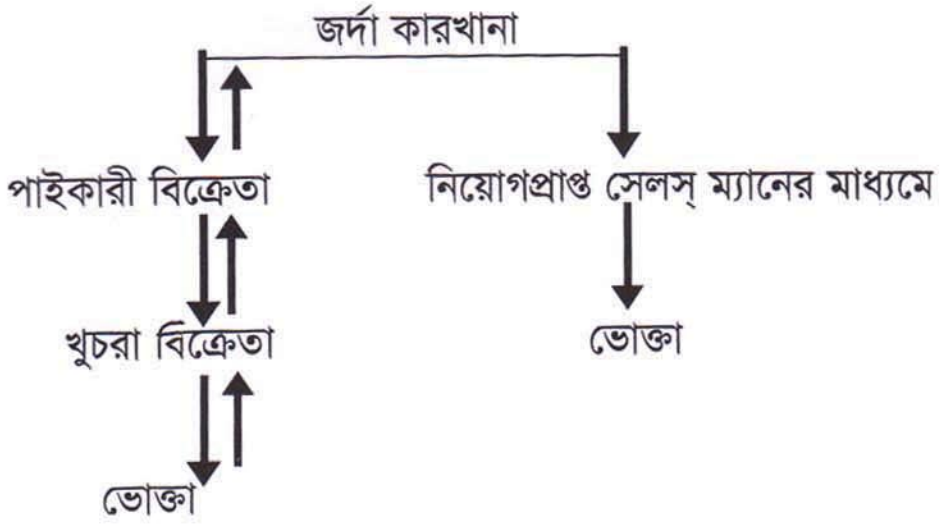

এছাড়াও কিছু কিছু কোম্পানির লোক এসে দোকানে দোকানে ঘুরে সরবরাহ করে যায়। আবার পাইকারী দোকানীরাও কোম্পানির লোকের কাছ থেকে শতকরা ৩-১০ টাকা হারে কমিশন পায় কারণ পাইকারী দোকানীর মাধ্যমেও অন্য দোকানের খোঁজ পায় কোম্পানির লোকেরা।

কারখানা থেকে ভোক্তা পর্যন্ত গুল পৌঁছানোর মাধ্যমগুলো:

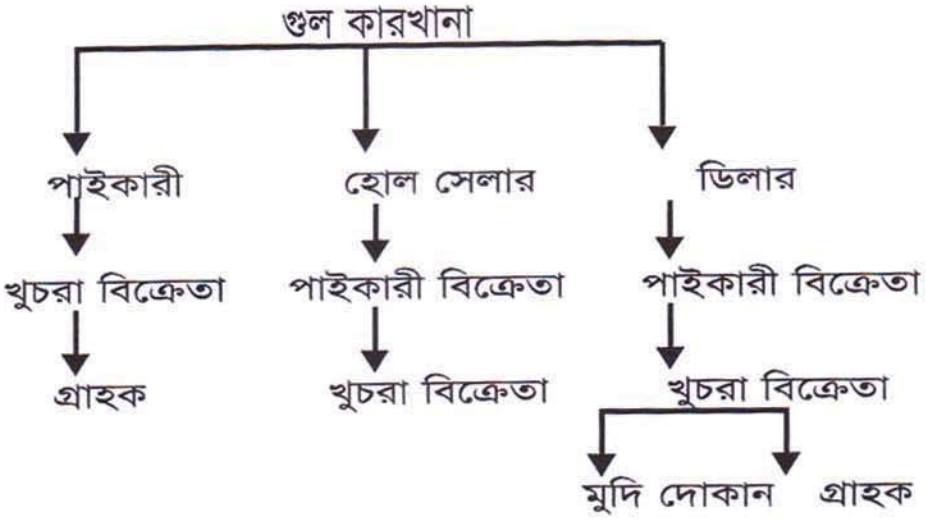

পাইকারী দোকানদাররাও সেলস্ম্যান রাখে তারা ঘুরে ঘুরে দোকানে সরবরাহ করে।

প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে আলোচনা

এ গবেষণার লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে পদ্ধতিগত দিক থেকে বাংলাদেশে এ ধরণের গবেষণা এই প্রথম। নেটওয়ার্ক হিসাবে গবেষণার জন্য তাবিনাজ গঠিত হয়েছে। জর্দা ও গুল উৎপাদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয় ইতিপূর্বে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানের তথ্য উপাত্ত তেমন পাওয়া যায়নি বিধায় প্রশ্নমালা তৈরী এবং গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়নের কাজগুলি বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। সুতরাং এ কাজটি একক ভাবেই করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ দলের সদস্য বৃন্দ, ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (CTFK) কর্মীবৃন্দ অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে প্রশ্নমালা তৈরী ও কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করেছেন।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা তাবিনাজের সচিবালয় হিসাবে কিছু প্রাক গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সব রকম ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জর্দা, গুল, সাদাপাতা, এ সব পণ্যের ব্র্যান্ড নাম এবং কারখানার তথ্য। কাজের ক্ষেত্রে এসব তথ্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। অধিকাংশ মহিলাদের কাছে কিছু কিছু ব্র্যান্ড নাম খুবই পরিচিত যেমন বাবা জর্দা, অথবা হাকিমপুরী জর্দা, আবার কিছু কিছু ব্র্যান্ড নাম স্থানীয় ভাবে পরিচিত যেমন রতন জর্দা টংগাইল জেলায় বিশেষ ভাবে পরিচিত।

এ গবেষণাটি প্রাথমিক ভাবে জর্দা ও গুল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য নিবেদিত কাজ। তবে এসব দ্রব্য সেবনকারীদের সম্পর্কে সীমিত আকারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জর্দার ব্যবহার সাধারণতঃ "একান্ত" হয় অথাৎ নিজ গৃহে। এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োজন হবে। বিস্তৃত ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য ছাড়া এর নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে না। বিভিন্ন ধরণের ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত দুইটি দ্রব্য যেমন জর্দা ও গুল এর উপর গবেষণার ভার কেন্দ্রভুত ছিল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকলেই অকপটে তথ্য দিয়েছেন। কারণ এ দ্রব্য দুটি আইনে নিষিদ্ধ নয় এবং সামাজিক ভাবেও গ্রহণযোগ্য। এ দুটি দ্রব্য নেশা হিসাবে দেখা হয় না এবং এ সবের ব্যবহার অপরাধ মূলক অভ্যাস হিসাবে নিয়ন্ত্রণ নয়। পান খাওয়ার সাথে জর্দার ব্যবহার সম্পৃক্ত। এর সাথে খাদ্য গ্রহণের একটা সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে। বড় কোন খাবারের পরে পান, জর্দা খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। তবে গরীব মহিলারা ক্ষুধা ভুলে থাকার জন্য পান খায়। বিশেষ করে যখন দুপুরে খাবার কোন সুযোগ থাকে না তখন তারা পান খায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনীরা অভিযোগ করেন যে গৃহপরিচারিকারা বেতনের সাথে জর্দার দাবী করেন। অতপরঃ এটি একটি খাবার ব্যাপার যা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান।

আইনের দূর্বলতার কারণে যে কোন পানের দোকানে কোন রকম বিধি নিষেধ ছাড়া জর্দা ও গুল দেখতে পাওয়া যায় এবং আইনে এগুলো তামাকজাত দ্রব্য হিসাবে চিহ্নিত হয়নি। অবশ্য সংশোধিত আইনে এসব সংজ্ঞার মধ্যেই সন্নিবেশিত হয়েছে যা এখনও উৎপাদনকারী বিক্রেতা এবং ব্যবহারকারীদের কাছে অজানা রয়েছে। জর্দা ও গুল কারখানায় উৎপাদিত হয়। প্যাকেটের গায়ে উৎপাদন কারখানা সম্পর্কে তথ্য দেখা হয়। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় যে জর্দা ও গুলের তথ্য সংগ্রহ করা সব চেয়ে উপযুক্ত উপায়।

জর্দা ও গুল সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে এ সব দ্রব্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় এবং স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করেই উৎপাদিত হয়। সুতরাং সেবনকারীদের অবস্থার উপর ভিত্তি করেই জর্দার মান নির্ধারণ হয়। বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে এসব দ্রব্য সারা দেশে বিতরণ করা হয়। সব মালিকরা বড় তামাক কারখানায় যুক্ত নয়। তবে বিড়ি কারখানায় মালিকরা এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের মালিকরা ক্রমে ক্রমে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের সাথে

যুক্ত হচ্ছেন, যেমন আকিজ।

জর্দা কারখানায় কোন নাম ফলক দেখতে পাওয়া যায় না। এটি এ গবেষণার উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। তবে দিন দিন অবস্থানের কারণে এসব কারখানা এলাকায় পরিচিত। তাছাড়া জর্দার গন্ধ থেকেও কারখানার অবস্থান বুঝা যায়। তাই নাম ফলক না থাকলেও এসব কারখানা খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মালিকরা তাদের উৎপাদন লুকিয়ে রাখতে চায়। কারণ তারা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে চায় অথবা শ্রমিক নিয়োগের বিধি বিধান এড়িয়ে চলতে চায়। কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর নামফলক ব্যবহার করে যেমন, কেমিক্যাল অথবা পারফিউম। সে ক্ষেত্রে তারা লাইসেন্স ও পায়। তারা সুগন্ধি (পারফিউম) উৎপাদনে ট্যাক্স দেয় কিন্তু জর্দা উৎপাদনের ট্যাক্স দেয় না। আইন সংশোধনের পূর্বে এসব পণ্য যথেষ্ট উৎপাদন করা হতো কারণ তখন আইনের সংজ্ঞার বাইরে ছিল এসব পণ্য। শ্রম আইন ও এসব কারখানায় যথারীতি পালন করা হতো না। শ্রমিকের মজুরী এবং কারখানার কাজের পরিবেশেরও কোন নিয়ম নীতি অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। শিশুশ্রম ব্যবহার করা হয় কোন বিধি নিষেধ ছাড়াই। তথ্য না থাকায় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের কোন ট্যাক্স নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাজেটে ৭০% ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছিল। বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির ঘোষণার পরে জর্দার কিছু দাম বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

আশা করা যায় এ গবেষণা সংশোধিত আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহারের উপর কিছু আলোকপাত করবে।

ভোক্তাদের ক্ষেত্রে এ দ্রব্য ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্য ক্ষতির বিষয় সচেতনতার অভাব রয়েছে। অতএব ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য ক্ষতির উপর একটি পৃথক গবেষণা পরিচালনার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

উপসংহার

এ গবেষণাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে করা হল যখন "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন-২০১৩" পাশ হয়েছে এবং এর বিধি বিধান তৈরী হচ্ছে। এ গবেষণায় দেখা যায় যে, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে জর্দা এবং গুল উৎপাদন এবং ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উৎপাদক, শ্রমিক এবং ব্যবহারকারীরা অবগত নয়। নীতি নির্ধারণী পর্যায় সংশোধিত আইন বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন কারণ সংশোধিত আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংজ্ঞার অংশ হিসাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল ইত্যাদি দ্রব্যের উপর করারোপ করার জন্য বাজেট তৈরীর সময় গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

সংযোজন

সংযোজন ১: তথ্য সংগ্রহের কাজে জড়িত তাবিনাজের সদস্যবৃন্দ

তথ্য সংগ্রহ কাজে সম্পৃক্ত তাবিনাজ সদস্য সংগঠন জেলা পর্যায় তাবিনাজ সদস্য যারা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের কারখানার তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা নিম্নরূপ:

১. লালমনিরহাট- মানসিকা মহিলা সংস্থা,
২. [illegible]-[illegible] ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি,
৩. নোয়াখালী-অনন্যা বহুমুখী কল্যাণ সংস্থা
৪. যশোর- জননী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,
৫. ময়মনসিংহ- প্রদীপ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,
৬. পটুয়াখালী-আদর্শ মহিলা সংস্থা,
৭. খুলনা-নাইস ফাউন্ডেশন,
৮. সিরাজগঞ্জ-প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভেলপমেন্ট,
৯. কুড়িগ্রাম-এসোসিয়েশন ফর অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট,
১০. বগুড়া-জেন্ডার ফাউন্ডেশন,
১১. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-মহিলা কর্মসহায়ক সংস্থা,
১২. টাঙ্গাইল-স্মরণী ও উবিনীগ কেন্দ্র,
১৩. জামালপুর-ঝুমকা,
১৪. মৌলভীবাজার-ইনষ্টিটিউট ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট,
১৫. ফেনী- শাহপুর দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,
১৬. কক্সবাজার-জাগো নারী উন্নয়ন সংস্থা,
১৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট,
১৮. কুমিল্লা- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অগার্নাইজেশন,
১৯. নওগাঁ- জননীর ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা,
২০. মাদারীপুর- সৌহার্দ নারী কল্যাণ ফাউনন্ডেশন,
২১. কুষ্টিয়া- নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও উবিনীগ কেন্দ্র,
২২. পাবনা- উবিনীগ কেন্দ্র,
২৩. রংপুর- নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
২৪. নীলফামারী- নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
২৫. চট্টগ্রাম- নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
২৬. কিশোরগঞ্জ- নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
২৭. ঢাকা-নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা

সংযোজন ২: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বিষয়সমূহ

দলীয় বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)-র বিষয় কারখানা সংক্রান্ত তথ্য:

- শ্রমিকদের কাজের কারখানার নাম ও ঠিকানা:
- কারখানার কাজের পরিবেশ
- কারখানা/ ঘরের বর্ণনা
- সাইন বোর্ড আছে কি না, থাকলে কি লেখা আছে
- কারখানায় কি ধরণের কাজ করে
- কারখানার কাজে কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় কি না
- কারখানার মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ
- কারখানার কাজের জন্য কি কি প্রতিরোধক ব্যবহার করে
- বাজারের চাহিদা কেমন করে বোঝে
- কারখানায় আর কি কি উৎপাদন হয়
- মাসে কত দিন কাজ চলে
- নিয়মিত উৎপাদন হয় নাকি মৌসুম অনুযায়ী

শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য:

- কারখানার শ্রমিকদের কাজের সময় ও মজুরীর ধরণ
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য অবস্থা
- কারখানার শ্রমিক নিয়োগ হয় কিভাবে
- এই কাজ তাদের জন্য ঝুঁকি মনে হয় কি না
- কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কত

নারী, পুরুষ, শিশু শ্রমিক

- একটা কারখানায় শ্রমিক কত দিন পর্যন্ত কাজ করতে পারে
- কারখানার কাজের সাথে থেকে কোন প্রকার নেশায় ধরে কি না
- কোন ধরণের সমস্যাবোধ করে কি না
- চিকিৎসা জনিত খরচ মাসে কত
- শ্রমিকের মাসিক আয়
- কারখানার কাজ করে সংসার চলে কি না

শিশু শ্রম সংক্রান্ত:

- শিশু শ্রমিকের মজুরী কত
- শিশু শ্রমিক থাকার কারণ কি
- শিশু শ্রমিকের কি ধরণের অসুস্থতা থাকে
- শিশু শ্রম দেবার কারণ (শিশুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে)

সংযোজন ৩: বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের জর্দা কারখানা এবং ব্র্যান্ড

বিভাগ	জেলা	কারখানার নাম ও ঠিকানা	জর্দার ব্র্যান্ড
ঢাকা ১০টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. নরসিংদী	১. ইকবাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস, চন্দনপুর, মনোহরদী, নরসিংদী; ২. ভাই ভাই ভেজাপাতা জর্দা, আলীটেক, ঘোড়াশাল, নরসিংদী; ৩. চাঁদপুরী জর্দা কারখানা, হাজীপুর নরসিংদী; ৪. ভাই ভাই কেমিক্যাল, তৃপ্তি জর্দা কারখানা, তৃপ্তি সুপার, ঘোড়াশাল, নরসিংদী; ৫. আমির কেমিক্যাল কোঃ, বেলাব, ঘোড়াশাল, নরসিংদী; ৬. শাহজাদী জর্দা কারখানা, ভেলানগর, নরসিংদী; ৭. সাহাআলী কেমিক্যাল কোঃ, কামরাব, শিবপুর, নরসিংদী	১. চাঁদপুরী ২. বাদশা, ৩. হাকিমপুরী টাইপ জর্দা, ৪. শুকনা জর্দা, ৫.ভেজাপাতা, ৬. পাগলা শুকনা জর্দা, ৭.পাতি জর্দা, ৮.শাহজাদী জর্দা,
	২. গাজিপুর	১. রাবেয়া কারখানা, ইসলাম মার্কেট, গাজিপুর; ২. সাহিদের কেমিক্যাল কোঃ, শুনশুর, কালিগঞ্জ, গাজিপুর; ৩. সাব্বির কেমিক্যাল ওর্য়াকর্স, পূর্ব চান্দনা, গাজিপুর সদর	১. শুকনা ও ভেজা জর্দা, ২. শুকনা জর্দা, ৩. পাতিজর্দা
	৩. শরীয়তপুর	১. মনিকা কেমিক্যাল, কনেশ্বর বাজার, ডামুড্যা, শরিয়তপুর	১. শরীয়তপুরী জর্দা, ২. তৃপ্তি জর্দা,
	৪. মাদারীপুর	১. স্বপ্ন শোভা, শিবচর বাজার, মাদারীপুর, ২. লক্ষ্মীপুরী, জাহাঙ্গীর কেমিক্যাল, কালকিনি মাদারীপুর; ৩. কামরুল, গোলাবাড়ি জজকোর্ট সংলগ্ন মাদারীপুর; ৪. থানতলী, মাদারীপুর; ৫. চৌরাস্তা, মাদারীপুর; ৬. সামাদ কেমিক্যাল কোঃ, ডিসি রোড, শিবচর, মাদারীপুর, ৭. জাকির জর্দা, রাজ কেমিক্যাল ওর্য়াকর্স, কালকিনি, মাদারীপুর সেলিম এন্ড কোঃ, দাইপাড়া, বুড়ির মার বটতলা, রাজৈর, মাদারীপুর	১. মিষ্টি জর্দা, ২. নোমানা পাতা জর্দা, ৩. নোমান জর্দা, ৪. মোমিন শোভা জর্দা, ৫. জাকির জর্দা, ৬. সেলিম জর্দা,
	৫. টাংগাইল	১. কস্তুরী জর্দা কারখানা, কাগমারী, পর্দার পাড়া, টাংগাইল, ২. হাসান পাতি জর্দা, এলেঙ্গা, টাংগাইল, ৩. রোমান কেমিক্যাল, রাজাবাড়ি, এলেঙ্গা, টাংগাইল, ৪. শাহী জর্দা ফ্যাক্টরি, কাগমারী, কালিপুর, টাংগাইল	১. ময়নামতি, ২. স্পেশাল মতি জর্দা, ৩. রত্না জর্দা, ৪. লুস জর্দা, ৫. হাসান পাতি জর্দা, ৬.রোমান পাতি জর্দা, ৭. সজ মসলা, ৮. ভোজন বিলাস, ৯. ভিজা পাতি, ১০. শুকনা পাতি
	৬. জামালপুর	১. সর্দার জর্দা, জামারপুর, ২. ওয়াজ করণী জর্দা, ইকবারপুর, জামালপুর, ৩.কহিনূর জর্দা, শরিফপুর বাজার, জামালপুর	১. মিকচার, ২. শাহজাদী, ৩. লালপাতি, ৪. সর্দার জর্দা, ৫. ওয়াজ করণী জর্দা, ৬.কহিনুর জর্দা, ৭. পান পরাগ, ৮. দিল মোহিনী দিলীপ জর্দা
	৭. কিশোরগঞ্জ	১. গুরুদেব জর্দা, পশ্চিম গাড়া, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ	১. ইভা জর্দা, ২. গুরুদেব জর্দা
	৮. ময়মনসিংহ	১. নূরানী জর্দা কারখানা, গোলপুকুর পাড়, ময়মনসিংহ, ২. মেসার্স জয়দেব পাল, ৫নং রমেশ সেন রোড, (স্বদেশী বাজার) ময়মনসিংহ, ৩. ময়মনসিংহ জর্দার কারখানা, মাসকান্দা, ৩.হিরো জর্দা কারখানা, মাসকান্দা, নয়াপাড়া, ময়মনসিংহ	১. লালপাতি, ২. সুরভী, ৩. মিকচার, ৪. কিমা, ৫. কিশোরী, ৬. লাল বাবা, ৭. স্পেশাল আনন্দ মিকচার জর্দা, ৮. ভিজাপাতি, ৯. রতন, ১০. কালা বাবা, ১১. চমন বাহার, ১২. দুলাল, ১৩. দিলীপ, ১৪. কড়া মিকচার, ১৫.হিরো তাম্বুল কেশরী, ১৬. সূচীমনি পাতি জর্দা, ১৭. কালপাতি, ১৮. আমিন শাহী মিকচার জর্দা, ১৯. সূচীমনি, ২০. আমিন তীর পাতি জর্দা
	৯. মানিকগঞ্জ	১. স্বপন জর্দা কারখানা, ঝিটকা বাজার, মানিকগঞ্জ	১. স্বপন জর্দা. ২. আকিজ জর্দা, ৩. মনিপুরী জর্দা, ৪.আকিজ জর্দা স্পেশাল পাতি
	১০. ঢাকা	১. ৮৭/২,পাতলাখান লেন, ঢাকা- ১১০০ ২. ৫৫/এ, কাপ্তান বাজার, ঢাকা	১. রতন পাতি জর্দা, ২. বাবা জর্দা

বিভাগ	জেলা	কারখানার নাম ও ঠিকানা	জর্দার ব্র্যান্ড
রাজশাহী ৬ টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. সিরাজগঞ্জ	১. আমিনপুরী জর্দা, বাগানবাড়ি, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ; ২. হাবিব জর্দা, সয়াধানগড়া, সিরাজগঞ্জ; ৩. হ্যাপিপুরী জর্দা, ধানগড়া, রনথিতা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ; ৪. শান্তাপুরী, মাসুমপুর নতুন পাড়া, সিরাজগঞ্জ; ৫.শান্তপুরী জর্দা, দক্ষিণ মিরপুর, সিরাজগঞ্জ	১. আমিনপুরী জর্দা, ২. হাবিব জর্দা, ৩. হ্যাপিপুরী জর্দা, ৪. শান্তাপুরী জর্দা, ৫. শান্তপুরী জর্দা,
	২. পাবনা	১. আসাদ জর্দা কারখানা, পিয়ারপুর, ঈশ্বরদী পৌরসভা, পাবনা	১. হাসানপুরী, ২. সুরভী, ৩. ভিজাপাতি, ৪. চমন বাহার
	৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১. এম এ সালাম এন্ড সন্স জর্দা কারখানা, মিস্ত্রীপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ২. আজিজ জর্দা কারখানা, ভেলুর মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; ৩. ধীরেন জর্দা কারখানা, হুজুরাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১. সালমা পাতি জর্দা, ২. আজিজ জর্দা, ৩. ধীরেন জর্দা,
	৪. রাজশাহী	১. এম আমজাদ এন্ড সন্স, ভেড়ীপাড়া, মোড়, রাজপাড়া, রাজশাহী; ২.ব্যানারসি জর্দা কারখানা, ভেড়ীপাড়া, মোড়, রাজপাড়া, রাজশাহী	১. ব্যানারনি সুরভী, ২. রকিব পাতি
	৫. নওগাঁ	১. রঞ্জিত জর্দা কারখানা, কালিতলা, নওগাঁ সদর; ২. বিজলী কেমিক্যাল ওয়াকর্স, হাট নওগাঁ, নওগাঁ সদর, নওগাঁ; ৩. রনি কারখানা, খাস নওগাঁ, নওগাঁ; ৪. স্বপন কারখানা, আনন্দ নগর, নওগাঁ; ৫.পলাশপুরী, আনন্দ নগর, নওগাঁ	১.হাসীরপুরী জর্দা, ২. আমিনপুর জর্দা, ৩. রনিজর্দা, ৪. নেপাল জর্দা, ৫. পলাশপুরী জর্দা,
	৬. বগুড়া	১. জলিল কেমিক্যাল ওয়াকর্স, কামারপাড়া, বি-ব্লক, শাহজানপুর, বগুড়া; ২. নাসিম ভাই নাদিম ভাই জর্দা ফ্যাক্টরি, চকলোকমান, বগুড়া; ৩. বুলবুল জর্দা কারখানা, মহাস্থান, বগুড়া; ৪. মেসার্স শওকত কেমিক্যাল ওয়াকর্স, মহাস্থান, শিবগঞ্জ, বগুড়া	১. হাসেমপুরী জর্দা; ২. জলিলপুরী জর্দা; ৩. জামিরপুরী; ৪. কামালপুরী, ৫. আল আমিনপুরী জর্দা; ৬. কানপাতি; ৭. নাসিমপুরী, ৮. মোহনপুরী; ৯. বুলবুলপুরী, ১০. ভিজাপাতি, ১১. হ্যাবীপুরী জর্দা, ১২. সাথী শোভা জর্দা, ১৩. হাকীমপুরী, ১৪. কালাপাতি জর্দা, ১৫. পান বাহার জর্দা, ১৬. কামিনী জর্দা, ১৭. আলোড়ন জর্দা, ১৮. রতন পাতি জর্দা
খুলনা ৫টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. কুষ্টিয়া	১. জুনাইদ বিশ্বাস জর্দা কারখানা, আল্লার দর্গা, কুষ্টিয়া; ২. বাংলা টোবাকো কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; ৩. এন এস কেমিক্যাল ওর্য়াকর্স আল্লার দর্গা, কুষ্টিয়া; ৪. কে এস বিশ্বাস কেমিক্যাল, আল্লার দর্গা, কুষ্টিয়া; ৫. সিনকা এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রি লিমিটেড, বারমাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; ৬. আমিন কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; ৭. জাকির জর্দা কারখানা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; ৮. মিজান জর্দা কারখানা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; ৯. বিশ্বাস জর্দা কারখানা, আল্লার দর্গা, কুষ্টিয়া	১.শোভা জর্দা, ২. নবাব পান পরাগ, ৩. লালবাবা, ৪. রুবি জর্দা, ৫. সুরভী জর্দা, ৬. ডায়মন্ড পাতি, ৭. আমিন শোভা, ৮. আমিনপুরী, ৯. জাকির জর্দা, ১০. ভেজাপাতি, ১১.পান মসলা, ১২. ন্যাশনাল জর্দা, ১৩. মিজান জর্দা, ১৪. পান পরাগ, ১৫. বিলাস পান পরাগ, ১৬. নূর জর্দা, ১৭. রাজধানী জর্দা,
	২. যশোর	১. আরমান জর্দা কোং, মুড়লী মোড়, যশোর; ২. মেসার্স রবি জর্দা কারখানা, চাঁচড়া বাজার মোড়, যশোর; ৩. পানশাহী জর্দা কারখানা, হাইকোর্ট মোড়, যশোর; ৪. আল-আমিন জর্দা কারখানা, কে পি রোড (জর্দা পট্টি), যশোর; ৫. মা জর্দা কেমিক্যাল ওয়ার্কস, বড় বাজার, যশোর	১. পান মসলা, ২.পান জর্দা, ৩. ভিজাপাতা, ৪. ভিজাকভু, ৫. গুভি, ৬. পান মজা, ৭. শোভা, ৮. কুভু, ৯. সুরভী, ১০. গুরু,১১. পান পরাগ, ১২. কানপুর, ১৩. শাহী পান মজা, ১৪. কেশরী, ১৫. চমন বাহার, ১৬. লালবাবা, ১৭. কবীর, ১৮. শীব দাদা, ১৯. ইন্টারন্যাশনাল কুভু জর্দা, ২০. আল আমিন মসলা,২১. রবি পান পছন্দ, ২২. জাফরানী পাতি জর্দা

	জেলা	কারখানার নাম ও ঠিকানা	জর্দার ব্র্যান্ড
	৩. খুলনা	১. তুরাগ জর্দা, গোবর চাকা, খুলনা; ২. আমিন জর্দা, শিরোমনি, খুলনা; ৩. ফরমাল কেমিক্যাল ওর্য়াকর্স, ১২৪ খালিশপুর, খুলনা; ৪. খানপুরী জর্দা কারখানা, শেখপাড়া, খুলনা; ৫. মেসার্স শান্তিপুরী জর্দা, শেখপাড়া, খুলনা; ৬. মেসার্স কাদের জর্দা কারখানা, পৈপাড়া, খুলনা; ৭. বরিশাল পারফিউমারি, শেখপাড়া, খুলনা; ৮. রুমি জর্দা কারখানা, গোবরচাকা, খুলনা; ৯. লাবনী কেমিক্যাল ওয়াকর্স হাজী ইসলাম রোড, বানরগাতী, খুলনা; ১০. সোহাগ জর্দা, চিত্রালী বাজার, খালিশপুর, খুলনা; ১১. মেসার্স দুলাল ভিজাপাতি জর্দা, মধ্যভাঙ্গা, দৌলতপুর, খুলনা; ১২. মজো জর্দা, নিউমার্কেট, খুলনা; ১৩. মেসার্স রাজীব জর্দা, দৌলতপুর, খুলনা; ১৪. বাবুল জর্দা, দৌলতপুর, খুলনা	১.শফিপুরী জর্দা, ২. দুলাল ভেজা পাতি জর্দা, ৩. মজো জর্দা, ৪. নিশাত রতন পাতি জর্দা, ৫. আমিন কুল্লু জর্দা, ৬. জয়ফুল রেড লীফ জর্দা, ৭. কবির সিলভার জর্দা, ৮. খানপুর জর্দা, ৯. লাবনী জর্দা, ১০. সজিব পাতি জর্দা, ১১. শেখপুরী জর্দা, ১২. বাবুল ভিজাপাতি জর্দা, ১৩. দুলারের স্পেশাল ভিজাকুল্লু, ১৪. সুরভী ৫৫ জর্দা, ১৫. জয়ফুল বাওয়া জর্দা, ১৬. মনিপুরী জর্দা, ১৭. আমিন জর্দা, ১৮. জয়পুরী পাতি জর্দা, ১৯. সোহাগ শোভা জর্দা, ২০. চমন বাহার, ২১. কবীর সিলভার জর্দা, ২২. দুলাল সুরভী জর্দা, ২৩. আমিন ভিজাকুল্লু জর্দা, ২৪. খালিশপুরী জর্দা, ২৫. মোজাহিদ শোভা জর্দা,
	৪. বাগের হাট	১. সাধনার মোড়, বড়বাজার, বাগেরহাট	১.
রংপুর ৫টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. গাইবান্ধা	১. ৫৫৫ মিনার জর্দা, ব্রীজ রোড, বালিবাড়ি, গাইবান্ধা; ২. ৬৫৫ শহিদ মিনার জর্দা, বল্লমঝাড়, গাইবান্ধা; ৩. রায়হান কেমিক্যাল ওয়াকর্স, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা; ৪. মেসার্স রাজ্জাক কেমিক্যাল ওয়াকর্স, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা; ৫. মধ্য গোবিন্দপুর, মাঝিপাড়া, গাইবান্ধা, ৬. মেসার্স মনির জর্দা কারখানা, খানকা শরীফ (বড়বাড়ি), গাইবান্ধা, ৭. মায়া জর্দা কারখানা, বীজ রোড, পূর্ব গাইবান্ধা	১. ৫৫৫ নং মিনার জর্দা,২. রাসো পাতি জর্দা, ৩. হাসীমপুরী জর্দা, ৬. অপূর্ব ভিজাপাতি ৭. হাকিমপুরী, ৮. টেষ্টি পান মসলা, ৯. রাজ জর্দা, ১০. মায়াপুরী জর্দা
	২. রংপুর	১. মেনাজ বাজার, হারাগাছ, রংপুর	১ হাকিমপুরী জর্দা (নকল করে ঢাকার ঠিকানায় বিক্রি করে), ২ সোনালী পাতি জর্দা, ৩. আনন্দপুরী জর্দা, ৪. সহিদপুরী জর্দা, ৫. হাকিমপুরী জর্দা
	৩. নীলফামারী	১. ব্যাংকমারী, দারওয়ানী টেক্সটাইল, নীলফামারী; ২. আসতানার হাট, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১.সিয়াম শোভা জর্দা, ২. নাইম সিয়াম পাতি জর্দা, ৩. কাপলা আমজাদ সুরভী জর্দা, ৪. কানপুর জর্দা
	৪. কুড়িগ্রাম	১. এরফাদপুরী জর্দা, শরিফের হাট, চিলমারী, কুড়িগ্রাম; ২.ভাই ভাই জর্দা কারখানা, বড়াইতলী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম	১.এরফাদপুরীজর্দা, ২. এরশাদপুরী জর্দা, ৩. মাহনপুরী জর্দা, ৪.দুলালপুরী, ৫. বুলবুলপুরী, ৬. ভিজাপাতি, ৭. রতন পাতি জর্দা, ৮. লুজ পাতি জর্দা, ৯. শোভাজর্দা, ১০. লুজ এরশাদপুরী, ১১. দুলাল পাতি জর্দা
	৫. লালমনিরহাট	১. সুমন জর্দা, বিডিআর হাট, সদর লালমনিরহাট; ২. মনপুরী জর্দা, বিডিআর গেট, লালমনিরহাট; ৩. নিউ মনিপুরী জর্দা, বডি আর হাট, সদর লালমনিরহাট; ৪. নিউ হাকিমপুরী জর্দা, বিডিআর গেট, লালমনিরহাট; ৫. নজিরপুরী জর্দা, তুষভান্ডার, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট; ৬. খামাতপুরী জর্দা, ভুল্লারহাট, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট	১. শুকনা পাতি ও ভিজাপাতি, ২. মনপুরী জর্দা, ৩. সুমন জর্দা, ৪. হাকিমপুরী জর্দা.
বরিশাল ৩টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. ঝালকাঠি	১. সাবিহা কেমিক্যাল ওয়াকর্স, কুমারপট্টি, ঝালকাঠি	১. ৯৯ জাফরানী, ২. ৯৯ শাহী স্পেশাল, ৩. ৯৯ শাহী ভিজা পাতি, ৪. আসল সুরভী ৯৯ জর্দা
	২. বরগুনা	১. মেসার্স উজ্জল কেমিক্যাল ওর্য়াকর্স, বরগুনা সদর; ২. হক কেমিক্যাল ওর্য়াকর্স, বরগুনা সদর বটতলা	১. ঢাকা জর্দা, ২. হক জর্দা,
	৩. পটুয়াখালী	১. পান্না জর্দা কারখানা, কালিকাপুর কালাম মৃধার কালভার্ট এর দক্ষিণ পার্শ্বে; ২. নবাবপুরী জর্দা, লোহানীয়া, পটুয়াখালী; ৩. সরকার কেমিক্যাল ওর্য়ার্কস, কমলাপুর, পটুয়াখালী	১.শান্তিপুরী জর্দা, ২.নবাবপুরী জর্দা, ৩.রতনপুরী জর্দা

	জেলা	কারখানার নাম ও ঠিকানা	জর্দার ব্র্যান্ড
চট্টগ্রাম ৮টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১. বাবুল কেমিক্যাল, পুনিয়াডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১. উমপুরী জর্দা, ২. সাবু শোভা জর্দা,
	২. কুমিল্লা	১. শাহজাদী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা; ২. কস্তুরী জর্দা, পৌরসভা, লাকসাম, কুমিল্লা	১. শাহজাদী, ২. কস্তুরী জর্দা,
	৩. চাঁদপুর	১. শান্তিপুরী জর্দা, পুরান বাজার, বাতাসা পট্টি, চাঁদপুর; ২. আসিক জর্দা, নিতাইগঞ্জ, পুরান বাজার, চাঁদপুর; ৩. নিউ শান্তিপুরী জর্দা, হরিসভা রোড, পুরান বাজার, চাঁদপুর	১. শান্তিপুরী জর্দা, ২. আসিক জর্দা, ৩. নিউ শান্তিপুরী জর্দা
	৪. ফেনী	১. মানিক জর্দা, মেসার্স আলমগীর এন্ড সন্স, বিরিঞ্চি, ফেনী	১. পাতি জর্দা, ২. মানিক জর্দা
	৫. নোয়াখালী	১. বাবা জর্দা কারখানা, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী; ২. নিজামপুরী কারখানা, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী	১. মিষ্টিজর্দা, ২. নিজামপুরী
	৬. লক্ষীপুর	১. সাহাজাদী কারখানা, লক্ষীপুর	১. মিষ্টি জর্দা ও সুগন্ধি জর্দা
	৭. চট্টগ্রাম	১. ইউসুফ কেমিক্যাল ওয়ার্কস এন্ড কোম্পানী, শাহ সামিয়া নগর, চর পাথরঘাটা, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম; ২. সৌদিয়া আফলাতুন কেমিক্যাল কোম্পানী, সেগুন বাগান, ৪নং রাস্তার উপর খুলশী, চট্টগ্রাম	১. ইউসুফ শোভা জর্দা, ২. শাহী মদীনা জর্দা, ৩. ইউসুফ পান পরাগ,৪. রয়েল পান পরাগ, ৫. ফাইভ ষ্টার জর্দা
	৮. খাগড়াছড়ি	১. মেসার্স অংশিপ্রু জর্দা ফ্যাক্টরি, মাইসছড়ি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি	১.
সিলেট ১টি জেলা থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে	১. মৌলভীবাজার		১. শুকনা জর্দা

বাংলাদেশের ১১টি জেলা থেকে ২৩টি গুল কারখানা এবং ১৮টি ব্র্যান্ড পাওয়া গেছে: ১১টি জেলার গুল কারখানা

নং	জেলা	কারখানার নাম ও ঠিকানা	গুলের ব্র্যান্ড
১	বগুড়া	১. রাজু গুল, কলোনী, বটতলা, বগুড়া; ২. বাঘ মার্কা গুল, পুরান বগুড়া; ৩. বিদ্যু কালো গুল, সুলতানগঞ্জ পাড়া, বগুড়া; ৪. স্পেশাল বাঘ গুল, আসোগোলা, বাঘোপাড়া, বগুড়া	১. বিদ্যুৎ কালো গুল, ২. স্পেশাল বাঘ গুল, ৩. বাঘ মার্কা গুল, ৪. রাজু গুল,
২	রংপুর	১. মিল্লাত গুল ফ্যাক্টরী, ঠাকুরদাশ, হারাগাছ, রংপুর	১. মিল্লাত গুল, ২. ঘোড়া মার্কা গুল
৩	লালমনিরহাট	-	১. বাদশা গুল
৪	নরসিংদী	১. সাহি আলী কেমিক্যাল কোম্পানি, কামারটেক, কামরাব, নরসিংদী; ২. রফিকুলের বাড়ি, সৈয়দনগর, নরসিংদী; ৩. নাজিম উদ্দিন বাড়ি, কুমড়াদি, শিবপুর, নরসিংদী	১. ঘুঘু পাখি, ২. সহি আলী গুল
৫	খুলনা	১. স্থানীয় গুল, শিয়া মসজিদ,খালিশপুর, খুলনা; ২. কামরুল গুল, ১/৮ হাউজিং বাজার, খালিশপুর, খুলনা; ৩. ১১১ নং রহমত ও রহমান গুল, ফেরিঘাট, খুলনা	১. স্থানীয় গুল (নাম দেয় নাই), ২. রহমত ও রহমান গুল
৬	ঝালকাঠি	১. সাবিহা কেমিক্যাল ওর্য়ার্কস লিঃ, কুমারপট্টি, ঝালকাঠি	-
৭	ময়মনসিংহ	১. জোৎস্না, চুকাইতলা, বড়বাড়ি, ময়মনসিংহ	১. শাহজাদা গুল, ২. জোৎস্না গুল
৮	কুষ্টিয়া	১. ছক্কা গুল, বাজার হাট মোড়, লোটনি; ২. গনি গুল কারখানা, পালপাড়া, জুগিয়া, বারখাদা, কুষ্টিয়া; ৩. রথতলা মহিলা কলেজের পাষে, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া; ৪. হক্কা গুল কারখানা, উদবাড়ি ওধম করিম রোড, কুষ্টিয়া; ৫. বদরুন্নেছা কেমিক্যাল কোম্পানি, জুগিয়া, বারখাদা, কুষ্টিয়া; ৬. ঠাকুর গুল কারখানা, আড়ুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া	১. ছক্কা গুল, ২. গনি গুল, ৩. হক্কা গুল, ৪. লাল বাবা শাহী গুল
৯	লক্ষীপুর	১. মোবারক কলোনী, ৮ নং ওয়ার্ড, লক্ষীপুর; ২. স্বাস্থ্যনগর আব্দুর রব মওলানার বাড়ি, সেনবাগ, নোয়াখালী	-
১০	সিরাজগঞ্জ	১. হাফেজ মোঃ কামরুল ইসলাম, দত্তবাড়ি, সিরাজগঞ্জ	-
১১	ঢাকা	১. সেকশন-১২, ব্লক-ডি, লেন-২, বাড়ি-১৭ মিরপুর, ঢাকা	১. শাহী ঈগল গুল

জর্দার ব্র্যান্ড নাম

মোট ৩৮টি জেলার জর্দার কারখানার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখিত ১৩০ ধরণের ছোট-বড় জর্দা নানা নামে পাওয়া গেছে।

১. উৎপাদনকারী মালিকের নাম:

এরমধ্যে ১৯টি জর্দার নামকরণ করা হয়েছে উৎপাদনকারী মালিকের নামের সাথে মিলিয়ে। এগুলো হচ্ছে: নাসির জর্দা, আকিজ জর্দা, হাসান পাতি জর্দা, হাবিব জর্দা, আমিন পুরী, জাকির জর্দা, মিজান জর্দা, সেলিম জর্দা, রনি জর্দা, দুলাল, আজিজ জর্দা, ধীরেন জর্দা, রোমান পাতি জর্দা, স্বপন জর্দা, নিজামপুরী, জলিল পুরী জর্দা, বুলবুল পুরী জর্দা, আসিক জর্দা, আমজাদ সুরভী, ইউসুফ পান পরাগ, ইউসুফ শোভা জর্দা। স্বভাবতই এই নামগুলো সবই পুরুষের নাম। উল্লেখ্য যে বড় বড় তামাক কোম্পানি যেমন আকিজ, নাসিরও জর্দা উৎপাদনের কাজে নিয়জিত আছেন।

২. জর্দার নামের সাথে পুরী যোগকরা

নামের দিক থেকে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নামের সাথে 'পুরী' যোগকরা। এরকম ৩৫টি পাওয়া গেছে: হাকিমপুরী, নবাবপুরী, শান্তপুরী, আমিনপুরী, চাঁদপুরী, হ্যাপীপুরী, নিজামপুরী, শরীয়তপুরী, উমপুরী, হাসেমপুরী, জলিলপুরী, জামিলপুরী, কামালপুরী, হাসীমপুরী, হাগিমপুরী, মায়াপুরী, হাসীরপুরী, পলাশপুরী, মনপুরী, এরফাদপুরী, হাসানপুরী, নাসিমপুরী, মোহনপুরী, আল আমিনপুরী, হ্যাবীপুরী, শান্তিপুরী, নিউ শান্তিপুরী, বুলবুলপুরী, মাহনপুরী, এরশাদপুরী, লুজ এরশাদপুরী, শফিপুরী, রতনপুরী, সৌদিয়া হাকীমপুরী, সৌদিয়াপুরী। যেখানে মালিকের নাম আছে সেখানে মালিকের ছবিও পাওয়া যায়, কিন্তু পুরী নামকরণ থাকলেও মালিকের নাম ও ছবি অবশ্যই থাকে।

৩. অন্যান্য নাম:

অন্যান্য নাম পাওয়া গেছে ৮৬টি সেগুলো হল: মিষ্টি জর্দা ও সুগন্ধি জর্দা, শুকনা জর্দা, পাতি জর্দা, তৃপ্তি জর্দা, নোমানাপাতা জর্দা, ন্যাশনাল জর্দা, পানপরাগ, পানমসলা, ভেজাপাতি, ডায়মন্ডপাতি, সুরভী জর্দা, রুবি জর্দা, লালবাবা, নবাবপানপরাগ, শোভা জর্দা, ঢাকা জর্দা, হক জর্দা, শুকনাপাতি, ভোজনবিলাস, রোমান পাতি জর্দা, ময়নামতি, কুন্ডু, গুরু, স্পেশাল মতি জর্দা, রত্না জর্দা, লুস জর্দা, হাসান পাতি জর্দা, পান জর্দা, ভিজাকন্ডু, গুন্ডি, পান মজা, কানপুর, শাহী পানমজা, চমনবাহার, কবীর, শীবদাদা, কেশরী, শাহজাদী, কস্তুরী জর্দা, ব্যানারনি সুরভী, সালমা পাতি জর্দা, স্বপন জর্দা, দুলাল ভেজাপাতি জর্দা, মজো জর্দা, ৯৯ জাফরানী, ৯৯ শাহী স্পেশাল, ৯৯ শাহী ভিজাপাতি, লালপাতি, মিকচার, কিমা, কিশোরী, স্পেশাল আনন্দ মিকচার জর্দা, লালপাতি, কালা বাবা, কড়া মিকচার, আমিনপুর জর্দা, নেপাল জর্দা, মিনার জর্দা, রাসোপাতি জর্দা, অপূর্ব ভিজাপাতি, টেষ্টি পান মসলা, কানপাতি, শুকনা ও ভেজা জর্দা, বাদশা, হাকিমপুরী টাইপ জর্দা, পাগলা শুকনা জর্দা, মোমিন শোভা জর্দা, রতন, দিলীপ, আমিন শোভা, নোমান জর্দা, রাজ জর্দা, রাকিব জর্দা, শোভা জর্দা, শুকনাপাতি ও ভিজাপাতি জর্দা, সর্দার জর্দা, ওয়াজ করণী জর্দা, কহিনূর জর্দা, নাইম সিয়াম পাতি জর্দা, কানপুর জর্দা, রয়েল পান পরাগ, শাহী মদীনা জর্দা, ফাইভ ষ্টার ভিজাপাতি জর্দা, সৌদিয়া রেডলীফ, গুরুদেব জর্দা।

গুলের নামের মধ্যে আছে ১. বিদ্যুৎ কালো গুল, ২. স্পেশাল বাঘ গুল ৩. বাঘ মার্কা গুল, ৪. রাজু গুল, ৫. বাদশা গুল, ৬. ঘুঘু পাখি, ৭. সহি আলী গুল, ৮. শাহজাদা গুল, ৯. জোৎস্না গুল, ১০. ছক্কা গুল, ১১. গনি গুল, ১২. হক্কা গুল।

গুলের নামের সাথে তার এ্যাকশান বোঝা যায় এমন নাম আছে। তারমধ্যে পশু-পাখি, রং, আলো ইত্যাদি দেয়া হয়েছে।

ছবি: জর্দা ও গুলের ব্র্যান্ড

ছবি: জর্দা ও গুল উৎপাদন কারখানা

তামাক বিরোধী নারী জোট
(তাবিনাজ)

পরিচালনা:
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা

সহযোগিতা:
ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (CTFK)